গ্রন্থপঞ্জি

(Bibliography)

আকর গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘চতুষ্পাঠী’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ১৯৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৭।

২. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘নবম পর্ব’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭।

৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘বাস্তুকথা’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৯।

৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘কম্পিউটার গেমস’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০০।

৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘চলো দুবাই’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০২।

৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘অবন্তীনগর’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, সুবর্ণরেখা, জানুয়ারি ২০০২, প্রথম দে’জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯।

৭. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘যে জীবন ফড়িংয়ের’, ‘আরও পাঁচটি উপন্যাস’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য ভারতী, ২০০৪, প্রথম দে’জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭।

৮. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘নাটাদা’, ‘আরও পাঁচটি উপন্যাস’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি২০১০, প্রথম দে’জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭।

৯. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘পরবাসী’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০।

১০. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘কান্তকবি’, ‘আরও পাঁচটি উপন্যাস’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১১, দে’জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭।

১১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘হলদে গোলাপ’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬।

১২. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘ভেজা বারুদ’, পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬।

১৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬।

১৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘দুনিয়াদারি’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬।

১৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘কথাবলা পুতুল’, অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭।

১৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘শিকড় ছেঁড়া’, স্বস্তিক প্রকাশন, ১ এ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭৯, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ২০১৭।

১৭. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘চার ডাক্তার’, পত্রভারতী প্রকাশন, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২০।

১৮. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘কিছু একটা হয়ে যাবে’, অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

(বাংলা)

১. আচার্য, অনিল (সম্পাদক) : 'সত্তর দশক' (প্রথম খণ্ড), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৮২, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ, জুন ২০১৪।

২. আচার্য, অনিল (সম্পাদক) : 'সত্তর দশক' (দ্বিতীয় খণ্ড), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি১৯৯১, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৪।

৩. আচার্য, অনিল (সম্পাদক) : 'সত্তর দশক' (তৃতীয় খণ্ড), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ বইমেলা ১৯৯৮, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২।

৪. আচার্য, অনিল ও সাহা, অর্ণব (সম্পাদক) : 'যৌনতা ও বাঙালি', অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮।

৫. আচার্য, ড. মধুমিতা : 'স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা', কমলিনী প্রকাশন, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩।

৬. খান, ইয়াসিন (সম্পাদক) : 'সমকালীন ভাবনায় নারী', এডুকেশন ফোরাম প্রকাশন, ৭৩ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট (দ্বিতল), কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, মে ২০১৫।

৭. গুপ্ত, ক্ষেত্র : 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড), গ্রন্থনিলয় প্রকাশন, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮।

৮. চক্রবর্তী, অলোক : 'বিশ শতক : কথা সাহিত্যে সময়বীক্ষা', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবাটি, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ, ২০ মার্চ ২০০৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর ২০১১।

৯. চক্রবর্তী, রংগন : 'বিষয় বিশ্বায়ন', এবং আলাপ, ১৫৮/২এ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৪৫, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪।

১০. চক্রবর্তী, স্বপ্নময় : ‘আলাপ বিলাপ’, কোরক, দেশবন্ধু নগর, ই এ ১/৮ বাগুইআটি, খালপার, কলকাতা-৫৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১২।

১১. চক্রবর্তী, সুমিতা : ‘উপন্যাস বহুরূপে’, অক্ষর প্রকাশনি, ৩২, বিডন রো, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশন, অক্টোবর ২০১০।

১২. চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদক) : ‘নারীপৃথিবী: বহুস্বর’, উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫, কনভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১১, দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০২১।

১৩. চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় : ‘সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি’, দীপ প্রকাশন, ২০৯ এ, বিধান সরণি, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৭।

১৪. চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত (সম্পাদক): ‘বিশ শতক শেষ দশক বঙ্গ সংস্কৃতি’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০০।

১৫. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ : ‘ফ্রয়েড প্রসঙ্গে’ অনুষ্টুপ প্রকাশনি, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, প্রথম সংস্করণ মাঘ, ১৪০০, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭।

১৬. চ্যাটার্জী, হিমাদ্রী ও সেনগুপ্ত, অন্বেষা: ‘এই বাংলার উদ্বাস্তু : স্মৃতি, সংখ্যা, ভবিষ্যৎ’, পিপল্‌স স্টাডি সার্কেল প্রকাশনা, ৬ই হো চি মিন নগর, শকুন্তলা পার্ক, বেহালা, কলকাতা-৬১, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০১৯।

১৭. চৌধুরী, শ্রীনীরদচন্দ্র : ‘বাঙালী জীবনে রমণী’ (আবির্ভাব), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭৪, ঊনবিংশ মুদ্রণ, পৌষ ১৪১৮।

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : ‘চিত্রা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩০২, কাব্যগ্রন্থ সংস্করণ, ১৩২২, শেষতম পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৪।

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : ‘বলাকা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯১৬, পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৯৯, অগ্রহায়ণ ১৪০১, অগ্রহায়ণ

১৪০৫, কার্তিক ১৪১০।

২০. দাস, অরূপকুমার : ‘ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য’, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১২।

২১. দাসগুপ্ত, সুরজিৎ : ‘যুগবদলে বাংলা উপন্যাসের রূপবদল, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০।

২২. দুবে, এস.সি. : ‘ভারতীয় সমাজ’ (অনুবাদ-রজত রায়), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নেহেরুভবন, ৫ ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, বসন্ত কঞ্জ, বোস-২, নয়াদিল্লি-১১০০০-৭০, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৭।

২৩. দ্য বোভেয়র, সিমোন : ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’ (অনুবাদ-হুমায়ুন আজাদ), আগামী প্রকাশনী, ৩৬, বাংলা বাজার-১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১২।

২৪. বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী: (সম্পাদক) ‘প্রসঙ্গ: মানবীবিদ্যা’, উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫, কনভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১১, দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০২১।

২৫. বসু, স্বপন ও দত্ত, হর্ষ (সম্পাদক): ‘বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি’ (অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্মাননা গ্রন্থ), পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, রজতজয়ন্তী বর্ষ প্রকাশন, ১১ মার্চ ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০, তৃতীয় প্রকাশন, আগস্ট ২০১৫।

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পুনর্মূদ্রণ, বইমেলা ২০১৪।

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৬, ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১২।

২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় : ‘উদ্বাস্তু’, দীপ প্রকাশন, ২০৯ এ বিধান সরণি, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য সংসদ, আগস্ট ১৯৭০, পরিবর্ধিত সংস্করণ, দীপ প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০২১।

২৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত : ‘গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথম মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, নববর্ষ ১৪১২।

৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবী : ‘বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয় সত্তা চিহ্ন’, প্রতিভাস, ১৮ এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ, ২০১২।

৩১. বাগচী, অমিয়কুমার (সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি) : ‘বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা’ (দ্বিতীয় খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা:লি:, ১২/এ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-০৩, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০০।

৩২. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদক): ‘কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক’, আকাশদীপ প্রকাশন, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৪।

৩৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর : ‘সময় : সমাজ : সাহিত্য’, এবং মুশায়েরা, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, অঘ্রাণ ১৪১৯।

৩৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর : ‘আখ্যানের বিপ্রতীপ স্বর’, সোপান প্রকাশনা, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০২০।

৩৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর : ‘ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান’ (উত্তরার্ধ), দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০১৭।

৩৬. মণ্ডল, দীনবন্ধু : ‘সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন’, আকাশদীপ প্রকাশন, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১৫।

৩৭. মজুমদার, অজয় : ‘হিজড়ে দুনিয়ার ক্ষেত্রসমীক্ষা’, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি

২০১৭।

৩৮. মজুমদার, অজয় ও বসু, নিলয়: 'ভারতের হিজড়ে সমাজ', দীপ প্রকাশন, ২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৭, পুনর্মুদ্রণ ২০১১।

৩৯.মজুমদার, অজয় ও বসু, নিলয়: 'পুরুষ যখন যৌনকর্মী', দীপ প্রকাশন, ২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪, নতুন সংস্করণ, জুন ২০২১।

৪০. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : 'উপন্যাসে জীবন ও শিল্প', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ৩০ শ্রাবণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১ বৈশাখ ১৩৯২, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ-সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৮।

৪১. মজুমদার, সমরেশ : 'গল্প উপন্যাসের অন্তর্জীবন', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ' ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০১০।

৪২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : 'বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১।

৪৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : 'সাহিত্য সন্ধান' সাহিত্য বিহার প্রকাশন, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমান স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৭১, দ্বিতীয় সংস্করণ, ওরিয়েন্টেশন বুক কোম্পানী ৫৬, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, মার্চ ১৯৮৮।

৪৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : 'কালের প্রতিমা' (বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৭৪, বৈশাখ ১৩৮১, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০, বৈশাখ ১৪১৭।

৪৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : 'কালের পুত্তলিকা', বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর: ১৮৯১-২০১০, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮২,

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১১।

৪৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে' (বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৪, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৭।

৪৭. রায়, অলোক : 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' সাহিত্যলোক প্রকাশন, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৬৭, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১০।

৪৮. রায়, অলোক : 'বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি', অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০০, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৪৯. রায়, অন্নদাশঙ্কর : 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', বাণীশিল্প প্রকাশনী, ১৪ এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, ২য় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০১।

৫০. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : 'বাংল উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৫।

৫১. রায়, দেবেশ : 'উপন্যাস নিয়ে', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯১, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৬।

৫২. রায়, দেবেশ : 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯১, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৬।

৫৩. লাহিড়ী বড়ুয়া, সুপর্ণা : 'নারীর পৃথিবী : নারীর সংগ্রাম' র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮।

৫৪. লাহিড়ী, রণবীর : 'আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান', চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ বি রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১৯,

প্রথম প্রকাশ, কালকাতা, ডিসেম্বর ২০১১।

৫৫. সরকার, সোমব্রত : 'বাঙালির ইন্দ্রিয় দোষ ও ছোটলোকের সংস্কৃতি' সিসৃক্ষা প্রকাশন, এ ১০/৬, অমূল্যকানন হাউজিং, ফেজ-২, শ্রীরামপুর, হুগলি-৭১১২২০৩, প্রথম প্রকাশ, পৌষ, ১৪২৪।

৫৬. সেনগুপ্ত, মল্লিকা : 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ' আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ৪৫ বেণিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭।

৫৭. সেন, রুশতী : 'প্রচ্ছন্নের আখ্যান', সীমা প্রকাশনী, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, প্রথম প্রকাশ, ২০২০।

৫৮. সেন, সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্সপ্রা:লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫০, সপ্তম মুদ্রণ, কার্তিক ১৪১৬।

৫৯. সেন, সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্সপ্রা:লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৮, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১০।

৬০. সিদ্দিকী, এম.কে.এ : 'ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উৎস', আবাদী পাবলিকেশনস, ৬৬ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।

৬১. হোসেন, সোহারাব : 'বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন', করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৪।

সহায়ক গ্রন্থ:

(ইংরেজি)

১. Beck, Ulrich : 'What Is Globalization?' Trancelated by Patonick Camiller, Polity Press, 65 Bridge Street Cambridge, CB2 IUR, UK, First Published in-2000, Reprinted, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009.

২. Chatterjee, Amitava (editor) : 'Gender and Modernity', Setu Prakashani, 12/A Sankar Ghosh Lane, Kolkata-06, First Edition, January 2015.

৩. Jajasekera, Jay (editor) : Globalization, Academy Publish.org (Publishing Services LLC), 2120 Carey Avenue, Cheyenne, Wy 82001, USA, First Edition, March 2015.

৪. Majumder, Ajay and Tarafder, Rabin : 'A Scientific Aspect of Trancegendrs', Notion Press, No 50, Chetteyar Agaram Main Road, Varagaram, Chennai, Tamilnadu, 600095, First Published, 14 August 2019.

৫. Varma, K. Pavan : 'The Great Indian Middle Class', Penguin Books Pvt. Ltd.11 Community Centre, Pancheheel Park, New Delhi-110017, India, First Published, 1998, Last Published 2007.

সহায়ক পত্র-পত্রিকা:

১. আনন্দলোক, পৌলমী সেনগুপ্ত (সম্পাদক), ঋতুপর্ণ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা। ৩৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, জুন ১২, ২০১০।

২. উল্কা, অভীক ভট্টাচার্য (সম্পাদক)। এই সময়: এবং যৌনতা। ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। নভেম্বর, ২০১০।

৩. 'কালের কষ্ঠিপাথর, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদক), প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৭ই জুলাই, ২০১২, ২৯/১-এ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেন, কলকাতা, ৭০০০১৯।

৪. 'International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSS)', প্রবন্ধ-'বিশ্বায়ন ও প্রান্তীকরণ: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'-শুভ্রজিৎ চ্যাটার্জ্জী, Volum-I, Issue-I, July 2014, Scholas Publications, Karimganj, Assam, India, 788711.

৫. 'পথ সাহিত্য পত্রিকা', মনোরঞ্জন সরদার (সম্পাদক), স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংখ্যা, একাদশ বর্ষ, জুলাই-২০১৮, উকিলপাড়া, পঞ্চাননতলা রোড, বারুইপুর, কলকাতা-১৪৪।

৬. 'চন্দ্রগ্রহণ', 'তৃতীয়া প্রকৃতি অথ বৃহন্নলা কথা', তাপস রায়, ড. অরুণ সেনশর্মা, জীবন সরকার,

অমিত ক্যাশ্যপ, কুমারেশ চক্রবর্তী, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক মণ্ডলী), শারদ সংখ্যা, ১৪২১, সংখ্যা-২২ বর্ষ, ১০-সেপ্টেম্বর-অক্টোবব, ২০১৪, ৭ বরদাকান্ত রোড, দমদম, কলকাতা-৩০।

৭. ভাণ্ডার', লালবাহাদুর কৈরালা (সম্পাদক), শারদীয় সংখ্যা, ১৪২২, ২০-এ নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন।

৮. 'অনীক', দীপঙ্কর চক্রবর্তী (সম্পাদক), ৭ম বর্ষ-৩৪ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৮, ইন্দ্রপ্রস্থ, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ জেলা, ৭৪২১০৩।

নিবন্ধ :

১. 'হলুদ গোলাপ ফুলে স্বপ্নময় আনন্দ— সুঘ্রাণ', গৌতম চক্রবর্তী, আনন্দ বাজার পত্রিকা (ই-পেপার), কলকাতা, ১৫ এপ্রিল, ২০১৫।

২. 'যৌনতার ধারণা বদলে দিতে চেয়েছেন', যশোধরা রায়চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা (ই-পেপার), ২৯ আগস্ট ২০১৫।

৩. 'আনন্দের অর্ঘ্যেই যৌনতার সৎকার', গৌতম চক্রবর্তী, আনন্দবাজার পত্রিকা (ই-পেপার), কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ২০১৫।

৪. 'সুনীলদা নেই তাই সর্বত্র নুন কম মনে হয়' স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সংবাদ প্রতিদিন (ই-পেপার), বিকাশ পাল কর্তৃক প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর ৬, ২০১৪।

ইন্টারনেট মাধ্যম:

১. tvIbangla.com/entertaiment/culture/

২. bbc.com/bengali/news-46658919

৩. en.wikipedia.org/wiki/LGBT

৪. nebi.nlm.nih.gov/books/NBK64810

৫. google.com.in/bookis/edition/the-cultures-of_globalization/fsQOEO#q410C?

৬. http://hdl.handle.net/10603/199925

৭. Shodhganga.intlibnet.ac.in:8080/JSpui/handle/10603/199925

৮. https://en.wikipedia.org>wiki>Trancegender

৯. plannedparenthood.org/learn/gender-indentity/trancegender.

১০. bbe.com/future/article/2020814-why-our-medical-sysdens-are-ingnoring-trancegender-people

১১. prohor.in/nemoroin-of-celebrating-bengali-nababarsha-in-college-street

পরিশিষ্ট

(সাক্ষাৎকার)

প্রশ্ন : আপনার শিক্ষাজীবন এবং কর্মজীবন কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে?

স্বপ্নময় চক্রবর্তী: বাগবাজারের দিকে থাকতাম। ওখানে একটা স্কুল ছিল। ওটার নাম মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট। পুরনো আমলের স্কুল। মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে মহারাজা তখন বাঙালিদের টেকনিক্যাল এডুকেশন দেওয়ার জন্য মূল পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে ঐ টেকনিক্যাল কাজ, যেমন— ছুতোরের কাজ, লেদের কাজ, মাটির কাজ, বেতের কাজ, এগুলো শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। আমি যখন ভর্তি হয়েছি তখন টেকনিক্যাল স্কুলটার গুরুত্ব কমে গিয়ে এমনি স্কুল ছিল। ভালোই ছিল স্কুলটা। কিন্তু আমার বাবা সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আমার বাবার মনে হল যে গভর্মেন্ট স্কুলে ভালো হবে। আমি তখন হেয়ার স্কুলে চান্স পেলাম বলে ওটা ছাড়িয়ে আমার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করানো হল। কলেজ স্ট্রিটে। ওখানে আমি পড়াশুনোয় ভালো ছিলাম। ঐ ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড। ক্লাস থ্রীতে ভর্তি হয়েছিলাম। যখন আমাকে ওখানে নিয়ে গেল, আমি ওদের তুলনায় খারাপ ছেলে হয়ে গেলাম। ওখানে তো সব ভালো ছেলে ছিল। আগের স্কুলে যেটা হত ঐ ওখানে সব এভারেজ ছেলে তার মধ্যে আমি ভালো। আর হেয়ারে হয়ে গেল সবাই ভালো। আমি তাদের থেকে খারাপ। যে অঙ্কগুলো আমি পারছি না বলে স্যারকে জিজ্ঞেস করব। তো সেই অঙ্কগুলো পারছিনা বললে অন্যরা হাসাহাসি করবে বলে আর করা হত না। অনুশীলনীতে যে জ্যামিতি এক্সট্রা থাকে, যেগুলো তলার দিকের এক্সট্রা হয় স্যারেরা ঐগুলো বোঝায়। আর প্রথম দিকের গুলো সব ভেবেই নিয়েছেন সব সোজা। এগুলো তো সব পারবে। এইভাবে ওই ভালো ছেলেদের পাল্লায় মানে ওদের সঙ্গে কম্পিটিশনে আমি লাস্ট বেঞ্চারর্স হয়ে গেলাম আস্তে আস্তে। এখন যেসব ভালো ছেলেদের সঙ্গে এতবছর পরে ওরা সব যোগাযোগ করে। আলাপ হয়। যেমন আগামীকাল পিকনিক যাব। আগামীকাল সব স্কুলের ছেলেরা সব বুড়ো হয়ে গেছে, এখন যোগাযোগ হয়েছে। তো স্কুলে তখন পাত্তা পেতাম না। কোনোরকম ফার্স্ট ডিভিশনটা ছিল। আর মানে খারাপ ছেলেদের মধ্যেই ছিলাম। যাই হোক তখন আমাদের সময় ক্লাস নাইন থেকেই চেঞ্চ হয়ে যেত। সাইন্স, আর্টস, কমার্স এইসব। অঙ্কে হয়ত ৫৬, ৫৭ কি ৫৮-এরকম কিছু একটা পেয়েছিলাম। ৫০ শতাংশ এর উপরে এলে সাইন্স হয়। এরকম একটা নিয়ম ছিল। মানে, বিবেচনা করা যায়। আমার কাকা ছিলেন, আমি যেটা প্রথম মৃত্যু দেখি এই

কাকার। উনি ছিলেন খুব পড়াশুনোয় ভালো। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উনি সিক্সথ হয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বড়ো কোম্পানিতে চাকরি করতেন। শিবপুর থেকে পাশ করেছিলেন। আমরা তো রিফিউজি। বাড়িতে খুব কষ্ট করে ছিলাম। তবে আমাদের পূর্ববাংলার স্মৃতি বেঁচে ছিল। আমি তো পূর্ববাংলায় জন্মায়নি। আমি এখানে জন্মেছি। ঐ যে বিভিন্ন সময়ে আত্মীয় স্বজন, ঠাকুরদা, বাবা, মা, ঠাকুরমা সবাই বলত আমাদের কোনো দেশ নেই। বন্ধুরা সবাই দেশের কথা বলে। বলে দেশের বাড়ির আম এটা, দেশের বাড়ির পেয়ারা আনলাম। টিফিনের সময় স্কুল নিয়ে আসত। বলত দেশ থেকে পাঠিয়ে দিল। তো আমি দেশ কী কিছুই জানতাম না। দেশ কাকে বলে? জানতাম না। সেখান থেকে এসে আমার কাকা নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। একটা বড়োকোম্পানিতে কাজ করত। হঠাৎ করে কী একটা বড়ো অসুখ হল বাড়িতে থেকে মারা গেলেন। কাকা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আমি বাবার বড় ছেলে। ভেবেছে আমি যদি ইঞ্জিনিয়ার হই। সেই জন্যই হেয়ার স্কুলে ভর্তি করা। মানে ওখানে গেলে ভালো ছেলে হয়। আসলে বাবাও শিক্ষক কিন্তু বাবাও বুঝতে পারেননি, যে বেশি ভালো ছেলেদের পাল্লায় গেলে অনেক সময় ভালো হয় না, বরং মাঝারি স্কুলেই যত্ন বেশি নেওয়া হয়। মাস্টারমশাই যাকে ভালো পায় তাকে নিয়েই উঠে পড়ে। বাবার সেটা জানা উচিত ছিল নিজে শিক্ষক হয়েও। যাই হোক ওখানে ভর্তি হলাম বিজ্ঞানে। তারপরে যা রেজাল্ট হল তাতে করে কেমিস্ট্রিতে অনার্স পেলাম এবং ভর্তি হলাম। তবে হেয়ার স্কুলে গিয়ে একটা লাভ হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংয়ে সব পুরনো পুরনো বই দেখতাম। এখন তো সব পাঠ্য বই হয়। তখন নানা বিষয়ের বই পাওয়া যেত। আমার কেন উৎসাহ হয়েছিল কে জানে? ঐ স্কুল থেকে কিছু পয়সা পেতাম, যাতায়াতের জন্য কিছু পয়সা পেতাম। আত্মীয়স্বজন বেড়াতে এলে আটআনা বা এক টাকা যাওয়ার সময় দিয়ে যেতেন। এখন চলনটা নেই। আমাদের সময়টা ছিল। তখন ভালোবাসার এক টাকা। আর এখন একটাকা কেন একশ টাকা দিলেই ভাববে যে আমাদের টাকা দিচ্ছে কেন। অপমান মনে করে। তো আমি ঐ দিয়েই বই কিনতাম। বেশ কিছু কলেজ স্ট্রিট থেকে পুরনো বই কেনার সখ জন্মেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে রেলিংয়ে বইয়ের সমাহার দেখে একটা সখ জন্মেছিল বই কেনার। তারপরে পাশে প্রেসিডেন্সি কলেজটা ছিল ওখানে ভর্তি হওয়ার জন্য যে নম্বর সেটা যে পাব না সেটা স্কুলে থেকেই বুঝে গিয়েছিলাম। যা হোক কেমিস্ট্রি নিয়ে ভর্তি হলাম। বিষয়টা ভালোই লাগত। বেশ ইন্টারেস্টিং লাগত। আর কেমিস্ট্রিতে অঙ্কটা কম ছিল। তো ওটার রেজাল্ট বের হল। তখন তো রাজনৈতিক গণ্ডগোল ছিল। রাজনৈতিক ডামাডোল ছিল। তার পরে অনেক সময় কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে থেকে

রেজাল্ট বেরোনোর পরে উইমকো বলে একটা দেশলাই কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যাই। সেটা কিন্তু বড় কোম্পানি। আমি লিখেছি যে সেলসম্যান— তা ধূপকাঠি বিক্রিকরার মতো তা নয়। উইমকো ছিল খুব বড়ো কোম্পানি। ওটা সুইস কোম্পানি। সেখানে আমি সেলসম্যান ছিলাম বটে। কিন্তু আমাদের সেই সেলসের কাজটা ছিল অন্যরকম। উইমকো ছিল একটা মনোপলি কোম্পানি। সারা ভারতবর্ষের ৮০ শতাংশ মার্কেট শেয়ারও করত। আর যে কারখানাগুলো আছে, ভারতবর্ষে যে ৫/৬টা কারখানা ছিল। এখন জানি না। একেবারে কাঠ থেকে কাঠি বানানো থেকে ঐ প্রিন্ট করা, প্যাকেট করা একটা কোম্পানিতে হয়। তার কোয়ালিটি কন্ট্রোলের লোক লাগে, এইসব। আমি প্রথমে ল্যাবরেটারিতে চাকরি পেয়েছিলাম কোয়ালিটি কন্ট্রোলের। দক্ষিণেশ্বরে লকআউট ছিল, বন্ধ হয়ে গেল। চাকরিটা আমি পাই ১৯৭২ সালে। তখন আমার বয়স বেশি নয়। মাত্র ২০ বছর। খুবই কম বয়স তো। বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় বি.পি.রায় বলে একজন বলেছিলেন, তুমি সেলসে এলে ভালোই করবে। তখন সেলসে গোলাম। তখন বিহার গেলাম। সাসারাম, আরা, ডেরিয়নসন, আর বক্সার, এই ছোট শহরকে কেন্দ্র করে, ওখানে যত ডিলার আছে আমাদের মালটার সাপ্লাইটা যাচ্ছে কিনা সেটা দেখা। ওদের গোডাউনে আমাদের মাল থাকত। মাঝে মাঝে ওদের ঐ ছোট ছোট ডিলার আর রিটেলারদের মাঝখানে আর একটা সাবডিলারও থাকে ওরা নিয়ে যেত, সেখান থেকে রিটেলাররা নিয়ে যেত। আমরা মাঝে মাঝে ভিজিট করতাম। অনেক সময় কোনো কোনো ডিলার অনেকদিন ধরে মাল নিচ্ছে না, কেন নিচ্ছে না, হয়ত দেখলাম মারা গিয়েছে, কিংবা দেখলাম তার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তখন তার বদলে অন্য ডিলার ঠিক করে দেওয়া। মার্কেটের মধ্যে অন্য ডিলার ঠিক করতাম। এই ছিল আমার কাজ। বেশ ভালো মাইনে ছিল। আমি যখন প্রথম মাইনে ৫০০ টাকা পেলাম। ঐ সময় অনেক টাকা। আমার বাবা হয়ত স্কুলে ৫০০ টাকা স্কুলে পেতেন। তো আমার ওখানে মাইনে ছিল ৪০০ টাকা। আর ঘোরাঘুরির জন্য আলাদা টাকা পেতাম। ঘোরাঘুরির জন্য যে টাকা পেতাম সেটা দিয়ে আমার খাওয়া থাকা হয়ে যেত। মা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। পরের মাসে ৫০০ দিইনি ৪০০ দিয়েছিলাম। তো ছ'সাত মাসের মাথায় আমার ডিউটি পড়ল বিহার শরিফ বলে একটা জায়গায়। তো আমার লাভ হল বিহারের গ্রামগঞ্জটা দেখলাম। খুব যে ভালো করে দেখলাম তা নয়। আমি তো মার্কেট এড়িয়ায় যেতাম। ছোটো ছোট শহর, মার্কেট তো শাখা। তো দেশলাইয়ের ক্ষেত্রে— যেমন নুন। মানুষ কম নুনও খায় না, বেশি নুনও খায়না। লোকের হাতে পয়সা এলে অন্যকিছু বেশি বিক্রি হবে। কিন্তু নুনটা সমান বিক্রি হবে পুজোর সময় বা ফেস্টিভেলের সময় হোক। ঐ খরা বা বন্যায় সময়ও। দেশলাইয়ের ও তাই। শুধু

বর্ষাকালে বেশি বিক্রি হয় কারণ অনেক কাঠি নষ্ট হয়ে যায়। বিহার শরিফ বলে একটা জায়গা আছে ওখানে আমার ডিউটি পড়েছিল। ওর কাছে নালন্দা ছিল, আমি নালন্দা গেলাম। ভাবলাম পরে ম্যানেজ করে নেব। যখন ফিরলাম তখন দেখলাম আমার হোটেলে কলকাতার অফিসার ইন্সপেকশান এসেছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় গিয়েছিলেন। আমি বললাম নালন্দা গিয়েছিলাম। এত কাছে যাব না। ডিউটি ফাঁকি দিয়ে গিয়েছিলাম। পরের মাসে চাকরিটা চলে গেল। আমি তো প্রভিশনারি পিরিয়ডে ছিলাম। ডিউটি চার্ট অনুযায়ী আমাদের চলতে হয়। মার্কেটে না গিয়ে আমি বেড়াতে গিয়েছি। সেটা খুব বড়ো অপরাধ। একবছর তো ওরা আমাকে ওয়াচ রাখছে। একটা বছর ওরা আমাকে দেখছে আমি কেমন কাজ করি। ওরা দেখল আমি ফাঁকিবাজ। যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তখন মোমের দেশলাই বেরিয়েছে। সেই কাঠিটা বাজারে প্রমোশন করতে হবে। ঐ চাকরিটা যখন চলে গেল, তখন বাড়িতে বলিনি। বাড়িতে বললাম আমি একটু পড়তে চাই। চাকরির জন্য একটা বছর চলে গেল। রেজাল্ট বেরনোর আগেই অ্যাপ্লাই করেছিলাম। রেজাল্ট যা ছিল তাতে করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এস.সিতে চান্স পেতাম না। তখন অন্য কোথাও ভর্তি হতে হত। বধর্মান বা অন্য কোথাও। কিন্তু হোস্টেলে থেকে পড়ার মত টাকা ছিল না। আমাদের ভাইবোনের সংখ্যা ছয়। আমি বড়। বোনেদের বিয়ে হয়নি। তখন কি করব? তখন পড়াশুনোর একটা রাস্তা ছিল। তবে ভেবেছিলাম এগ্রিকালচারে কেমিস্ট্রি খুলবে। নতুন স্ট্রিমে কম্পিটিশন কম হবে। চান্স পেয়ে যাব। পরীক্ষা দিয়ে আর একটা হয়। সেটাকে বলে পেইন্ট অ্যান্ড বার্নিস টেকনোলজি। সেটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ডাই ম্যানুফ্যাকচারারা করেন। তখন পশ্চিমবাংলায় অনেক রংঙের কারখানা ছিল। শালিমার ছিল, এশিয়ান পেইন্ট ছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গে থেকে উঠে গেছে। পেইন্ট আর বার্নিশ নিয়ে কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম। চার-পাঁচ মাস চলে গেল। আমি যখন চাকরিটা পাই তখন টিউশনিগুলো ছেড়ে দিলাম। ওখানে আমার হাতে টাকা অনেক। যখন খুশি কোল্ডড্রিংকস খাচ্ছি। ওখানে অল্পসল্প চারমিনার খেতাম। এখানে এসে টাকা চাইতে হত বাবার কাছে। নানা রকমভাবে পয়সা রোজগার করার চেষ্টা করেছি। তখন আমি একটা চাকরি পেয়ে গেলাম ভূমি রাজার দপ্তরে। এটা ১৯৭৩ সালে। প্রথমে ট্রেনিং হয়। ঐখানে আমি জমি সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পারি। সার্ভে ট্রেনিং হয়। সে আদ্দিকালের সার্ভে চেন। চেন সার্ভে। তাতে করে জমি নিয়ে পড়াশুনো হল। জমি নিয়ে কিছু আইন আছে। তার মধ্যে বঙ্গীয় প্রজা স্বত্ব আইন, জমিদার উচ্ছেদ আইন ইত্যাদি আইনগুলো। নতুন একটা আইন তৈরি হচ্ছিল সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এলেন। সে সময়ই সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ই ল্যাণ্ড রিফর্ম শুরু করে দিয়েছিলেন। বামফ্রন্ট একটু ভালো করে করে।

কিন্তু সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের আমলেই এটা হয়েছিল। তারপর এইভাবে কাজটা করলাম। জমি-জমার কাজটায় ঢুকমলাম। আমি তখন নতুন। নতুন জগৎ। ছোট গল্পে প্রচুর সূত্র আছে। বিশেষ করে 'ভূমিসূত্র' বইতে আছে। 'বাস্তুকথা' বইটার মধ্যে বোধহয় কিছুটা আছে। ওখানে হাওয়া অফিসটা আছে। তারপর ওখান থেকে গ্রামে গ্রামে ছিলাম। অল্পকিছুদিন কাজ করেছিলাম। তো ভালোই লাগত। অসুবিধে হচ্ছিল অন্য কারণে। আমি মাঝে মাঝে কলকাতায় চলে আসতাম। বদমায়েশি করে আসতাম। আমি একটা ক্যাজুয়াল লিভের চিঠি দিয়ে আসতাম আর আমিন, পেশকার মানে আমার সাব-এজেন্ট ওদের বলতাম সাহেবরা কেউ এলে বলবেন চিঠি দিয়ে গিয়েছেন। আমি সেই ভাবে চলে আসতাম। আমার অনুপস্থিতিতে ওরা টাকা খেত আমার নাম করে। অনেক সময় নাম তুলতে হয়, পর্চায় চেঞ্জ করতে হয়। আরো কিছু কাজ-কর্ম থাকে যেগুলো করতে হয়। রেকর্ড থাকে। সার্ভে হয় যাকে বলে 'স্পট টু স্পট' সার্ভে। তাতে গ্রামে চলে যেতে হয়। ভাড়া নিয়ে অফিস করে ঐ এড়িয়াকে সার্ভে করতে হয়। আমার নামে চুরি হচ্ছিল জানতে পেরে আমি চাকরিটা ছাড়ার চেষ্টা করতে থাকি। এমন সময়ে একচেঞ্জ বলে একটা অফিস ছিল, আমার ওখানে নাম লেখানো ছিল। হঠাৎ আমি একটা খাঁকি খামে চিঠি পাই। সেটা হাওয়া অফিসে। মেটেওরলজি যেটাকে বলে। সেসময় ইন্টারভিউ দিলে চাকরি পাইনি সেরকম হয়নি। এর আগে আমি মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিটিভের জন্য চেষ্টা করেছি, সেটাও হয়েছিল। যখন আমি উইমকোতে পাই তারপর। পাটনায় গিয়েছিলাম মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিটিভের জন্য। ওটা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মসিউটিক্যাল কোম্পানিতে বেশ বড়ো পজিশনে ছিলেন কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। আমি হাওয়া অফিসে চলে গেলাম। যেটা একেবারে মাটি থেকে চলে গেলাম আকাশে। আমি এখনো স্যাটেলাইট ছবি দেখি। আমাদের সময় তো স্যাটেলাইট ছবি ছিল না। কিন্তু যেভাবে ওয়েদার ফোরকাস করতে হয় সেই সমস্ত নিয়ে এবার যে উপন্যাসটা বেরবে বই মেলায় 'জলের উপর পানি' ওখানে একটা চরিত্র আমার থাকবে ওয়েদার ফোরকাস্টর বা মেটেওরলজিস্ট। ঐ ভদ্রলোককে 'জলের উপর পানি' তে আনার কাজটা হল— মূলত ঐ বৈপরীত্য দেখানোর জন্য এনেছি। মানুষ জমিভাগ করে দেয়, বর্ডার করে দেয়, একদেশ থেকে আর এক দেশে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেটা আকাশের ক্ষেত্রে পারে না। আকাশের সীমা নেই। ওখানে পাসপোর্ট ভিসা নেই। বাতাস, পাখি এদের তো কোনো পাসপোর্ট লাগে না। অনায়াসে বাংলাদেশ থেকে ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে হাওয়া চলে আসে এধারে। এই সে আকাশ। সেই জন্যেই আকাশ বাতাসে মানুষজন সেরকম একজন মানুষকে এই উপন্যাসে এনেছিলাম। ঐখানে পাঁচ বছর কাজ করেছিলাম। ওয়েদারের যেটা

ক্রাইটেরিয়া ছিল প্রমোশনপেতে গেলে— অঙ্কে, ফিজিক্স বা স্ট্যাটিক্স এম.এস.সি হতে হবে। নইলে ওদের ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা আছে। বেশ কঠিন। ওখানে অঙ্কটা বেশ কঠিন। পরীক্ষার মধ্যে থাকে নানারকম অঙ্ক। এখন ওয়েদার ফোরকাস্ট ডিস্টার্ব হয়। আমরা যতই ব্যাঙ্গ করিনা কেন পুরোটাই কিন্তু অঙ্কের উপর নির্ভর করে হয়। এই কি চাট্টিখানি কথা? কোথায় একটা নিম্নচাপ হয়েছে কবে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে, সেই ঘূর্ণিঝড়টা কোনখান দিয়ে আসবে, এইটা যে বলে দিচ্ছে যে ওখান দিয়ে আসবে, ওখানে গিয়ে আছড়ে পড়বে। আপনি একটা লাট্টু দেখুন। লাট্টুটা মেঝেতে ঘুরিয়ে দিন, লাট্টুটা নিজে পাক খাবে। লাট্টুটা পাক খেতে খেতে একটা জায়গায় যায় তো। এই লাট্টুটা কোথায় যাবে নিচুর দিকে যাবে ঠিকই কথা। সামান্য জল যদি ফেলে দিই, জলটা তো সরল রেখায় যাবে না। একটু একটু ঘুরে যাবে। সে কোন দিকে ঘুরছে, কতটুকু ঘুরছে ফোরকাস্ট করা সোজা? কিন্তু সবটা অঙ্কের ওপর নির্ভর করেই হয়। এর মধ্যে একটা ম্যাথোমেটিক্যাল ক্যালকুলেশান আছে। সে যাই হোক, যখন দেখলাম ওখানে, অঙ্কে আমি ভালো না। এখানে ভালোই ছিল কিন্তু কোনো প্রসপেক্টে নেই। ইতিমধ্যে মা মারা গেলেন। আমি তখন আকাশবাণীতে চাকরি পেলাম। আকাশবাণীতে ঢুকি ১৯৭৯-এর ডিসেম্বরে। ঐ ৮০-ই বলা যায়। তারপর থেকে আকাশবাণীতেই আছি মানে ছিলাম। বদলি হয়েছি কখনো কটকে, বা দূরদর্শন কটকে। তারপর রিটায়ার্ড করেছি আকাশবাণী থেকেই। তারপর ঐ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে কালচারাল কনসালট্যান্ট হিসেবে কিছুদিন ছিলাম। এই হল আমার কর্মজীবন। যেখানেই কাজ করতে গিয়েছি সেখানে পড়াশুনো সংক্রান্ত ব্যাপার ছিল। রাজস্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছি। মোঘল যুগের ইস্ট ইন্ডিয়া আমলের এবং ভিক্টোরিয়ার সনদের পর যখন ডিরেক্ট চলে এলো এদের সব ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে পড়াশোনা করেছি। হাওয়া অফিসের সময় আলাদা পড়াশুনো। ভূমিটা নিয়ে কিছু লিখিনি। আছে মাথায় কিছু লেখা হয়নি।

প্রশ্ন: আপনার প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী'। এই উপন্যাস রচনার অনুপ্রেরণা কীভাবে পেলেন?

স্বপ্নময় চক্রবর্তী: আমি যখন গল্প লিখছি তখন 'গাঙ্গেয় পত্রিকা' বলে একটা পত্রিকায় গল্প লিখছিলাম দু'টো। সেটা রাধানাথ মণ্ডল সম্পাদনা করতেন। রাধানাথ মণ্ডল আনন্দবাজারে চাকরি করতেন। ঐ রমাপদ চৌধুরীর অন্ডারে। 'গাঙ্গেয় পত্রিকা' টা বেরোলে রাধানাথবাবু রামপদবাবুকে পড়তে দিতেন। সেখানে আমার একটা গল্প ছিল— 'ভিডিও ভগবান ও নকুলদানা' বলে। সেটা পড়ে রমাপদবাবু বলেন এই ছেলেটাকে নিয়ে এসো। আমাদের আনন্দবাজারে লেখাও। তখন রাধানাথ মণ্ডল আমাকে ডাকলেন, বললেন রমাপদবাবু দেখা করতে চেয়েছেন। গেলাম, উনি বেশি কথা

বলেন না। উনি বললেন আপনার গল্প পড়েছি রাধানাথের কাগজে। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের এখানে একটা গল্প দিতে পারেন। বলে আর কিছু কথা বলেননি। চুপ! আর একটা কথাও বলেননি। নিজের কাজ করতে শুরু করলেন। এরপর একটা গল্প দিলাম। 'ঝড়ে কাক মরে', তারপর ওটা ছাপা হল। এরপর কয়েকটা ছাপার পরে রমাপদ চৌধুরী বললেন এবার একটা উপন্যাস লেখ। সেটা বোধ হয় ১৯৯১ বা '৯২-এর প্রথম দিকে বোধ হয়। আমি বললাম আমি তো উপন্যাস লিখিনি। উনি বললেন লেখেন নি তো লিখবেন। আমি বললাম উপন্যাস আমি পারব না। উনি বললেন— তাহলে আপনার সাহিত্যিক হওয়াও হবে না। এখন যাঁরা ফিল্মের, যাঁরা ছবি করেন, সিনেমা করেন, আপনি তো ডিরেক্টরের নাম জানেন। একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের নাম বলুন তো। সত্যি তাই। অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টরদের কে মনে রাখে। তিনি বললেন— ছোটগল্প লিখলে ঐ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হয়ে থাকবেন। তখন ভাবলাম কি নিয়ে লিখি। ও একটা কথা মনে পড়ল। আগে তো এমএস.সি করা হল না, আকাশবাণীতে এসে পরে বাংলায় প্রাইভেটে এম.এ. করি। স্পেশাল বি.এ. দিয়ে করতে হত। আমার বাবার এক মামা ছিলেন। আমি যখন বাগবাজারে পড়ি তখনকার কথা। ঐ মামার একটা 'চতুষ্পাঠী' ছিল। সংস্কৃত পড়াতেন। ছাত্র-পাচ্ছেন না। তখন ছাত্র দেখালে টোলের জন্য সরকারি গ্রান্ট হয়। তাই জন্য আমি ছাত্র হিসেবে কিছু দিন ছিলাম। ঐখানে একটু একটু সংস্কৃত পড়তাম। 'আদ্য' বলে একটা পরীক্ষা পাশ করেছিলাম। তারপর মধ্য পরীক্ষা দিয়ে 'কাব্যতীর্থ' হতে হয়। আদ্য পাশ করেছিলাম বলে সংস্কৃতটা একটু জানতাম। খুব কঠিন না হলে সহজ সংস্কৃত শ্লোক বুঝতে পারতাম। এখন ভুলে গিয়েছি। তারপর যখন উপন্যাস লিখতে বললেন তখন কলেজ স্ট্রিটেই একটা ঘটনা দেখি। আমি দেখলাম— বেটে মতন চাদর গায়ে দেওয়া একটা লোক এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটা রেলিংয়ে। তখন একটা মেয়ে এসে বাণভট্টের কিনল তখন বলল— দশ টাকা না আট টাকা— এরকম একটা কিছু। উনি বললেন— কাইল তো আমি এটা চার টাকায় বিক্রি করলাম। তখন মেয়েটা বলল— হ্যাঁ তো? উনি বললেন— না আসলে বইটা বিক্রি করার ইচ্ছা ছিল না। মেয়েটাকে দেখলাম— আচ্ছা ঠিক আছে, আমার কাজ হলে আপনাকে আমি দিয়ে আসব। আপনার ঠিকানাটা দিন। উনি বললেন— কাল আমি এটা বিক্রি করেছিলাম, আমার অর্থের দরকার ছিল। তারপর মেয়েটা বলল— ঠিক আছে আপনার এটা প্রিয় বই। কেন বিক্রি করতে হয়েছিল? হয়তো কোনো ছাত্র দিয়েছিল? সেটা তো জানি না। আমার পুরনো সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা ছিল সংস্কৃত পাঠের। আর এই যে বৃদ্ধকে দেখলাম— ওঁকে দেখেই আমি সেই একটা চরিত্র তৈরি করলাম মনে মনে। সব তৈরি হয়ে যায়। এইভাবে 'চতুষ্পাঠী' লেখা হয়।

প্রশ্ন : 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাস লেখার পরে অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আপনি আবার উপন্যাস লিখতে এলেন। এই সময়ের ব্যবধান কেন ঘটল?

স্বপ্নময় : 'চতুষ্পাঠী' লেখার পর আরও দু-তিন বছর কেউ লেখার কথা বলেনি। তারপর দেবেশ রায়ের 'প্রতীক্ষণ' থেকে লিখতে বলা হল। লিখলাম 'নবম পর্ব'। কিন্তু সে বছর 'প্রতীক্ষণ'-এর সম্পাদক বা মালিকের হার্ট অ্যাটাক হল। ফলে বেরলো না। তবে 'প্রতিবেশ' বলে একটি পত্রিকায় সেটি বের হয়। তার কিছুদিন পরে বই আকারে প্রকাশ হয়। তখন উপন্যাস লিখতে আহ্বান পেতাম না। আর বাড়িতে চুপ-চাপ বসে উপন্যাস লেখা হত না। তাই জন্যই কম লেখা হয়েছে। 'নবমপর্ব'র পর 'বাস্তুকথা'। সে সময় অমর মিত্রবাবুরা উপন্যাস লিখছেন অনেক। আমি কম লিখছি।

প্রশ্ন : আপনার গল্পে যেভাবে গ্রাম জীবনের কথা উঠে এলো, সেভাবে উপন্যাসগুলোতে নয়। এর কারণ কী?

স্বপ্নময় : গ্রাম জীবন কিছুটা এসেছে 'নবম পর্ব', 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপে' বা 'দুনিয়াদারি' উপন্যাসে। সেরকম কোনো কারণ নেই। যেটা নিয়ে লিখব ভেবেছি সেইটা নিয়েই লিখেছি। আসলে উপন্যাসগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হয়— বেশিরভাগ পুজো সংখ্যায় লেখা। 'হলদে গোলাপ'টা একমাত্র ধারাবাহিক লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর যেটা বেরোবে 'জলের উপর পানি' ধারাবাহিক ভাবে প্রাণ খুলে লিখতে পারি। কেউ তো বেশি সময় দেয় না। আনন্দবাজার অবশ্য বেশি সময় দেয়। কিন্তু অন্য পত্রিকাগুলো বেশিদিন সময় দেয় না। পুজোর জন্য লেখাগুলো মে-জুনের মধ্যে জমা দিতে হয়। যখন বলে তখন একমাস থেকে দেড় মাস সময় দেয়। আর ঠিক তিরিশ হাজার শব্দের বেশি তারা দেয় না। ফলে তাড়াহুড়ো করে যেটা লেখা সম্ভব মনে হয় তখন সেটাই করেছি। প্রাণ খুলে লিখতে পেরেছি এমন উপন্যাসের সংখ্যা বেশি নয়। 'জলের উপর পানি' লিখে আমার খুব ভালো লেগেছে। আর একটা বই বেরোবে তার নাম 'গণমিত্র'। মিত্র ও ঘোষ থেকে বেরোবে। তিন প্রজন্মের ডাক্তারদের নিয়ে এই উপন্যাস। আর একটা রেডি আছে, সেটা একটি মেয়েকে কেন্দ্র করেই। প্রতিবন্ধিদের একটা জগৎ দেখা। যারা প্রতিবন্ধি নয় এমন মানুষ, যেমন আমাদের মত, ঐ চোখ, হাত, পা, কান সবই আছে কিন্তু কোনোটার ব্যবহার নেই ঠিক মতো। দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, বলতে পারে বলে না— যারা আরকি আর এক ধরনের প্রতিবন্ধি, আর কে প্রতিবন্ধি নয়-এগুলো নিয়ে সেই মেয়েটা ভাবে। এরকম একটা উপন্যাস রেডি আছে। কী নাম দেব ভাবিনি। এগুলো ঘরে বসে লেখা। আরো একটা লিখছি। সেটা আকাশবাণী নিয়ে। যেহেতু ওখানে অনেক দিন থেকেছি। আর আকাশবাণী নিয়ে আমার তো কোনো লেখা নেই। তাই লিখছি একটা।

প্রশ্ন: 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেলেন?

স্বপ্নময় : সে সব তো আমার দেখা। মূলত আকাশবাণীর সন্ধিক্ষণ অনুষ্ঠান। তারপর আমার পড়াশুনো, অনুসন্ধিৎসা এবং বাইরে বাইরে ঘোরা, দেখা জানা।

প্রশ্ন: 'পরি' (হলদে গোলাপ)-র চরিত্রের পরিণতি দেখানোয় আপনার অভিপ্সা কী ছিল?

স্বপ্নময় : আমি তো এটা দেখেছি। যা হয়, এটা খুব কষ্টকর অনুভূতি। একটা আইডেনটিটি ক্রাইসিস থাকে। আমি অনেককেই বলেছি— কী দরকার, ছেড়ে দাওনা, তুমি ছেলে না মেয়ে বয়ে গেল। যার যা ইচ্ছে করে আইন বাঁচিয়ে, করুক না। লোকের অসুবিধে না করলেই হল। তখন বলে— ধুর! আমার ছেলে হিসেবে একদম ভালো লাগে না। আমি বলি তুমি না অপারেশন করলেই তো পারো। এতে লাভ হয় না কিছু। নানান রকমের সমস্যা হয়। সারাজীবন হরমোন খেতে হবে। তারা বলে আমি মেয়ে তো, ভুল করে ছেলে হয়েছি। আসলে ওরা নিজেকে মেয়ে ভাবে। তাই প্রমাণ রাখতে চায়। আসলে ওদের বরগুলো একচুয়েলি দেখেছি ভালো হয় না। বাইসেক্সুয়াল হয়। ওদের একটা মহিলারও দরকার হয় আবার এদেরও। এই ধরনের বর দিয়ে রূপান্তরকামীরা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের জীবন কষ্টকর হয়। ওখানে আমি পরিণতি যেটা দেখেছি সেটা হল— এদের মধ্যে নানা রকম ভেদ আছে। গরীবরা এক রকমের হয়, বড়লোকেরা একরকমের, শিক্ষিতা আর এরকমের বুদ্ধিজীবীরা অন্যরকমের। আবার ঋতুপর্ণ ঘোষের মত আঁতেলরা আর এক রকমের। গরীব ঘরের রূপান্তরকামীরা আর এক রকমের। অনেকে আবার 'হিজড়ে খোল'-এ চলে যায়।

প্রশ্ন: আপনার কয়েকটি উপন্যাসে আত্মজীবনী লেখার প্রসঙ্গ আছে। কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কী এর সঙ্গে জড়িত?

স্বপ্নময়: প্রতিটি উপন্যাসেই ব্যক্তিজীবনের কিছু কথা রয়েছে। বাস্তুকথাতে যে জমিজমা নিয়ে প্রসঙ্গ রয়েছে আমার বাবার সঙ্গে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার অনুসঙ্গ এসেছে। তারই কিছুটা প্রতিফলন ওখানে পড়েছে। আত্মজীবনীর প্রসঙ্গও বোধ হয় সেরকম কিছু থেকে লেখা।

প্রশ্ন: আপনার 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' উপন্যাসের লেখার প্রেরণা কী?

স্বপ্নময় : বিজ্ঞানী নারায়ণ রানা আমার প্রেরণা। তাকে আমি দেখিনি কোনো দিন। আমি তখন বিজ্ঞান বিভাগে কাজ করি। আমি শুনেছিলাম জ্যোর্তিবিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে— ইনি কত কষ্ট করেছেন। তো নারায়ণ রানার বাড়ি গিয়ে যখন দেখলাম যে— ওঁর মা শূয়োর চড়াচ্ছেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। একজন এত বড়ো বিজ্ঞানী তার মা এইভাবে এত কষ্ট করছেন। আর তার ছোট ছেলেটার কোনো চাকরি নেই। কুঁড়ে ঘরে থাকে। আর নারায়ণ রানা এতবড়ো একটা

গবেষণা করে যাচ্ছে। তখন ওইটাই অনুপ্রেরণা হল। ভাবলাম এটা নিয়ে কিছু লিখব।

প্রশ্ন : 'কথাবলা পুতুল' উপন্যাসে মহামায়া চরিত্র নির্মাণে যথেষ্ট পরিসরের অভাব রয়েছে। এর কারণ কী?

স্বপ্নময়: আসলে শারদ সংখ্যায় লিখতে হয়েছিল। ফলে সেভাবে বৃদ্ধি দেখাতে পারিনি। আমি অনেকবারই ভেবেছি মহামায়ার দ্বিতীয় এপিসোড লেখা দরকার। কিন্তু হয়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন : নারীদের সমস্যা নির্মাণে আপনি বরাবরই সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আলাদা করে কোনো গুরুত্ব দিয়ে নারীদের নিয়ে কিছু লেখেননি কেন?

স্বপ্নময়: আসলে আমি এটা নিয়ে কিছু ভাবিনি।

প্রশ্ন: 'নারীবাদ' নিয়ে আপনার ব্যক্তিগত অভিমত কী?

স্বপ্নময়: 'নারীবাদী' বলে যাদের বলি, এটাও আর এক ধরনের বিষয়। কখনও কখনও একটু বারাবাড়ির মতো হয়। সামগ্রিকভাবে যদি সামাজিক সাম্য আসে তবে নিশ্চয়ই নারীরা তা থেকে বঞ্চিত হবে না। তবে সারা পৃথিবীতে সবাই বলে— বৈদিককালে নারীর খুব সম্মান ছিল। কিন্তু মনে হয় না। তো যদি বৈদিককালে হয়ে থাকে তাহলে 'পুরোহিত দর্পণই' বলি আর 'মনুসংহিতা'ই বলি, 'মনুসংহিতা' ছেড়ে দাও। 'পুরোহিত দর্পণ' যেটা আছে, সেটা দেখলেই তো বোঝা যায় যে কতটা ডিসক্রিমিনেশন। কত কিছু অধিকার নেই। আর বাড়ির মেয়েরাও সেগুলো মেনে চলে। আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো বা অন্যপুজো হলে আমার স্ত্রী বলে মেয়েদের করতে নেই। আমার ঈশ্বর নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমি অবিশ্বাসী যাকে বলে আর কি? কিছুই মানি না, ও মানে। লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজায় মহা ঝামেলা হয়। নিজে করবে না। অদ্ভুদ ব্যাপার। কখনো ঠাকুরের পুজো দিতে যায়, প্যাণ্ডেলে যায়। সেখানে নিজের নামে পুজো দেবে না। কেন দেবে না জানি না। তো মেয়েরাই নিজেরা করে এগুলো। ওদের অধিকার নেই, অধিকার নেই বলে। যেখানে ওদের অধিকার ফলানোর জায়গা আছে ওখানে ওরা করে না। যখন ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল হয় সেই মিছিলে দেখি সব মেয়েগুলো এক জায়গা। ১৫-২০টা মেয়ে সব এক সঙ্গে ওরা মিছিলে আছে। কোনো পিকনিক হচ্ছে সব মেয়েগুলোই তো এক জায়গায় চলে যায়। নিজেরা নিজেরাই তো চলে যায়। ওরা নিজেদেরই তো আইসোলেট করে। আলাদা করে রাখে। আমরা নীচু, আমরা হেয়, এরকম একটা ভাবনা আছে। এখন যারা নারীবাদী তারা বলবে এগুলো হচ্ছে ইনডাকটেড। পুরুষতন্ত্রের শিকার। পুরুষতন্ত্র তো এটাই শিখিয়েছে। হ্যাঁ পুরুষতন্ত্র তো এটা শিখিয়েছে। তুমি নিজেও তো তাই করছ। না বেরোতে পারিনি— এটা তো পুরুষতন্ত্রের ব্যাপার। নারীবাদী বলে যেটা আছে। সারাপৃথিবীতেই আছে।

এটা নিয়ে আন্দোলন হওয়ার দরকারও। আবার প্রত্যেকটা কথায় কথায় উচিত নয়। অনেক সময় এরকমও দেখা যায়— একটা কমিটি হল— কোনো মেয়ে নেই কেন? আমাদের রেডিওতে যখন প্রোগ্রাম করতাম তখন ডিসকাশনের চার জনের মধ্যে একটা মেয়েকে নেওয়া হত। সেটা কোটার জন্য নয়। আসলে গলার স্বরের ভ্যারাইটির জন্য। ৩-৪ জন লোক থাকলে তার মধ্যে একটা নারীকণ্ঠের উপস্থিতি ভালো হবে। তাই আমরা নিতাম। কখনো চারজন পুরুষ থাকলে ২ জন মহিলা থাকত। কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানে ৩ জন মহিলা আর একজন পুরুষ একরকম থাকেই না। শিক্ষা বিষয়ক হলে থাকলে থাকতে পারত, কিন্তু থাকতে তো দেখি না।

প্রশ্ন: আপনার কখনো প্রেমের উপন্যাস লিখতে ইচ্ছে হয়নি?

স্বপ্নময় : প্রেম নেই জীবনে তো আর কী ভাবে হবে। বিয়ের আগে বলো পরে বলো, সেরকম প্রেম করার সুযোগ পেলাম কোথায়?

প্রশ্ন : আপনার প্রায় উপন্যাসে 'বগলা' মায়ের চিত্র রয়েছে। কে এই 'বগলা মা'? আপনাদের কুলদেবতা?

স্বপ্নময়: না, না। আমি তো খেয়াল করিনি।

প্রশ্ন : সোশাল মিডিয়াকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

স্বপ্নয়ময় : আমি যে উপন্যাসগুলো লিখেছি সেগুলোর ঘটনাক্রমে সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার শুরু হয়নি। তাই ব্যবহার হয়নি। সোসাল মিডিয়া খারাপ না, ভালোই। আমি যদিও অ্যাকটিভ না।

প্রশ্ন: আপনার লেখা উপন্যাসের মধ্যে কোন উপন্যাসকে পড়তে ইচ্ছে হয়?

স্বপ্নময় : 'চতুষ্পাষ্ঠী' উপন্যাস ছাড়া একটাও পড়িনি। পরে অনেকেই বলেছে— এই ভুল আছে, সেই ভুল আছে। একজন পয়েন্ট আউট করে দিল, সেগুলো আমি পাবলিশার্সকে দিলাম, ঠিক করে দেওয়ার জন্য। 'চতুষ্পাঠী' আর 'অবন্তীনগর', 'হলদে গোলাপ' ছাড়া অন্য কোনো বই দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি মনে হয়।

প্রশ্ন : আপনার লেখা উপন্যাসের মধ্যে কোন উপন্যাসকে বেশি ভালো লেগেছে?

স্বপ্নময় : 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' টাই ভালো লাগে। ওটা আর একটু বেশি লেখা উচিত ছিল। সেই একই সমস্যা। ওটা তো বর্তমানে লিখেছি, পঁচিশ হাজার শব্দ। ওটাকে ভেবেছিলাম বাড়াবো। কিছুটা এক্সটেন্ড করার কথা আছে। যেখানে বলছে সূর্য তো দেখছি। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর জ্যোতিষশাস্ত্র আলাদা। জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে যে ব্যবসাপাতি হয়, এবং এর পরবর্তীকালে যে আমি কিছু কাজের ভার দিয়ে যাব বলে বলেছে, বিজ্ঞান আন্দোলন বলে একটা আন্দোলন ছিল; সবটা

নিয়েই লেখার একটা ইচ্ছা ছিল। তো সেটাও করে উঠতে পারিনি। আমাদের নক্সালবাড়ির আন্দোলনটা ব্যর্থ হওয়ার পর প্রচুর মানুষজন, যাঁরা আদর্শবান, তারা ভেবেছিল যে কিছু করা উচিত। তখন অনেকে স্বাস্থ্য আন্দোলন করে, ওদের মধ্যে তো অনেক শিক্ষিত মানুষ ছিল, ওদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞান আন্দোলন করেছে, অনেকে স্বাস্থ্য আন্দোলন করেছে। সেই বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য আন্দোলন নিয়ে লেখার ইচ্ছে ছিল। সেটা পরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছে। সেই আন্দোলনেরই হয়তো অপজাত পদার্থ যাকে বলে, মানে বিষাক্ত বাই-প্রোডাক্ট। ওই যে নির্মল মাঝি আছে না, যে তার ছেলে ডাক্তারি পরীক্ষা দিচ্ছে বলে সিসি ক্যামেরাগুলোকে খারাপ করে দিয়েছে। যে তার ছেলের জন্য কোয়েশ্চেন আউট করে দিয়েছে। যে হাসপাতালে তার জন্মদিন করে, যে প্রিন্সিপালের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে। যে কোন নেতার কুকুরের কিডনির অসুখ হয়েছিল বলে পি.জিতে গিয়ে তার ডায়ালিসিস করাতে চায়। তারা তখন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। ডাক্তারদের হর্তা-কর্তা। আর এই চিকিৎসকরাই একটা সময় যেমন, নির্মলেন্দু মাঝি, তাপসবাবু, পূণ্যব্রত গুণ, ড. রমিয় হাটি এরা যে কতবড় কাজ করেছেন। এরা সব ব্যর্থ নকশাল আন্দোলনেরই ফল। মানুষের জন্য কিছু করতে চেয়েছেন। এদের নিয়ে লেখা যায়।

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ের লেখকদের কোনো পছন্দের তালিকা আছে?

স্বপ্নময় : নতুন লেখকদের মধ্যে বেশ ভালো লেখা পাই। আমাদের সময়কার অনেকেই তো লিখেছে। আনসার উদ্দিন তো এখনও লিখছে। আমি যখন লিখতে শুরু করি তখন সুকান্ত, জয়ন্ত দে, অরিন্দম, তিলোত্তমা এরা সব লিখতে আসে পরপর। তারা সবাই তো ভালোই লিখে যাচ্ছে। এখন নতুন নতুনদের মধ্যে বেশ কয়েকটি লেখা বেশ ভালো। যেমন শমীক ঘোষ বেশ ভালো লিখছিল। এখন আর লেখা দেখি না। তার পর সাদিক ভালো লেখে, অনির্বাণ, অর্নব রায়, কনিষ্ক, অম্লান কুসুম বলে একটি বাচ্চা ছেলে আছে সেও ভালে লেখে।

প্রশ্ন : আপনাদের সময়ে আপনার লেখক বন্ধুদের মধ্যে কার লেখা ভালো লাগে?

স্বপ্নময় : অভিজিৎ সেনকে আমার খুব ভালো লাগে, ভগীরথ মিশ্রকে ভালো লাগে, অমর মিত্রকেও ভালো লাগে। সৈকত রক্ষীত কম লিখেছে, কিন্তু সেও বড়ো লেখক। কিন্নর রায় নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করে। সাধনদা আছেন, তিনিও তাঁর মেরুদণ্ড সোজা করে রেখে লিখছেন। তবে ভগীরথদার মধ্যে লেখার অনেক ভ্যারাইটি। হাসির গল্প বেশি লেখেন। অমর মিত্রও এখনও এক্সপেরিমেন্ট করেন। সোসাল মিডিয়া ওঁর লেখায় খুব ভালো আসে। আর ওরা অনেক বেশি লিখতেও পারেন।

প্রশ্ন: কোন বই আপনার বারবার পড়তে ইচ্ছে করে?

স্বপ্নময় : আমার সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনা বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। আর রাজশেখর বসুর লেখা। বঙ্কিমচন্দ্রও তাই। বারবারই পড়তে ইচ্ছে হয়।

প্রশ্ন : সাহিত্য রচনার জগতে আপনার কী কোনো আক্ষেপ রয়েছে?

স্বপ্নময় : আরও পাঠক পেলে ভালো লাগত। বই পড়ে খুব কম।

মূল্যবান তথ্য এবং সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই স্যার।

তারিখ: ২৫/১২/২০২১

সময় : সকাল ৯.০০টা -১০.০০টা।

স্থান : আকাশদীপ অ্যাপার্টমেন্ট, দমদম।

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি নাম:

অ

অর্ঘ্যকমল মিত্র - ১৮

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - ৩

অজয় মজুমদার - ১৬৫

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় - ৫, ২৬৩

অদ্বৈত মল্লবর্মণ - ৪

অনিল ঘোড়াই - ২৬৫

অনিতা অগ্নিহোত্রি - ২৬৫

অন্নদাশঙ্কর রায় - ৩

অনুপমা দেবী - ৩

অভিজিৎ সেন - ৬, ৩০

অমলেন্দু চক্রবর্তী - ২৬৩

অমর মিত্র - ৬, ২৬৪

অমিয়ভূষণ মজুমদার - ৪

আ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস - ৬

আফসার আহমেদ - ৬, ২৭৫

আবুল বাশার - ৬, ১৩

আশাপূর্ণা দেবী - ৫

ই

ইন্দিরা গান্ধী - ৫

ইয়ুং - ১২

ঋ

ঋতুপর্ণ ঘোষ - ১৪, ১৬৬

এ

এঙ্গেলস -

ক

কমল চৌধুরী - ২৯

কমল চক্রবর্তী - ২৭১

কমলকুমার মজুমদার - ৪, ৫

কবিতা সিংহ - ৫, ২৭১

কার্ল মার্কস - ১২

কিন্নর রায় - ৬, ২৬২, ২৬৫, ২৭৫

গ

গোপাল হালদার - ৪

চ

চারু মজুমদার - ৫

জ

জগদীশ গুপ্ত - ৩

জরাসন্ধ - ৫

জীবনানন্দ দাস - ২৮০

জ্যোতি বসু - ৬

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - ৪

জ্যোতির্ময়ী দেবী - ৫

ড

ডারউইন - ১২

ত

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় - ২৬৩, ২৮২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - ৩৪

তিলোত্তমা মজুমদার - ৬, ২৬৫, ২৭১

দ

দিব্যেন্দুপালিত - ৬

দেবেশ রায় - ৬

ধ

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় - ৩, ৪

ন

নবনীতা দেবসেন - ২৭১

নবারুণ ভট্টাচার্য - ২৬৩

নলিনী বেরা - ৬, ২৬৩, ২৬৫, ২৭৫

নরেন্দ্রনাথ মিত্র - ৪

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - ৪, ৫

নিলয় বসু - ১৬৫

নিরুপমা দেবী - ৩

প

প্যারিচাঁদ মিত্র - ১

প্যাভলভ - ১২

প্রতিভা বসু - ৫

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় - ২

প্রেমেন্দ্র মিত্র - ৩

প্রফুল্ল রায় - ৪, ৬, ২৬৩

ফ

ফ্রয়েড - ১২, ১৬৭

ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - ১, ২

বাণী বসু - ৬, ২৬৩, ২৬৫, ২৭১, ২৭৫

বিদ্যাসাগর - ২২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - ৩, ৪

বিমল কর - ৪

বিমল মিত্র - ৪

বুদ্ধদেব বসু - ৪

বুদ্ধদেব গুহ - ৬, ৩১

ভ

ভগীরথ মিশ্র - ৬, ৩০, ২৬৩

ম

মন্দাক্রান্তা সেন - ২৬৫

মহাশ্বেতা দেবী - ৪, ৫

মতি নন্দী - ৬

মল্লিকা সেনগুপ্ত - ২৬৩

মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় - ২৬৯, ২৭৭

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - ৩

র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ২, ১০, ২৮০

রমেশচন্দ্র দত্ত - ২

রমানাথ মণ্ডল - ১৩

রমাপদ চৌধুরী - ৫, ১৩

রামকুমার মুখোপাধ্যায় - ৬, ২৬৫, ২৭৫

ল

লীলা মজুমদার - ৫

স

সতীনাথ ভাদুড়ি - ৪

সন্তোষকুমার ঘোষ - ৪

সমরেশ বসু - ৪, ৫, ২৭০

সমরেশ মজুমদার - ৬

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় - ২৬৫

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় - ২৭৫

সাধন চট্টোপাধ্যায় - ৩০, ২৬৫

সিমন দ্য বোভেয়র - ১৭০,২৭৭
সীতা দেবী - ৩
সুকুমার সেন - ২
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় - ৩১
সুচিত্রা ভট্টাচার্য - ৬, ১৮, ২৬৩, ২৬৫
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - ৫, ৬
সুবোধ ঘোষ - ৪
সোমনাথ গুপ্ত - ১৮
সৈকত রক্ষিত - ২৬৩
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ - ৫, ১২, ২৭১
স্বর্ণকুমারী দেবী - ২
শ
শঙ্খ ঘোষ - ১৯
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - ২, ১০৪
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় - ১২, ১৮, ২৯, ২৬৩
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় - ৬, ৩১
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় - ৩
শৈলেন্দ্রনাথ বসু - ৬
শ্রীপান্থ - ২৭০
শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী - ২৮৭

গ্রন্থনাম :

অ
অন্তর্জলী যাত্রা - ৪, ৫
অন্তঃশীলা - ৩
অপারেশন বসাই টুডু - ৫
অরণ্যের অধিকার - ৫
অশনি সংকেত - ৪
অন্ধকোকিলের গান - ২৭৫
অষ্টম গর্ভ - ২৬৫
অ
আকাশের নীচে মানুষ - ৬
আনন্দমঠ - ২
আলালের ঘরের দুলাল - ১
আড়কাঠি - ২৬৩
উ
উদ্বাস্তু - ২৩০
উপনিবেশ - ৪
ঊ
ঊনপঞ্চাশী - ৪
এ
একটু উষ্ণতার জন্য - ৬
ক
কপালকুণ্ডলা - ২
কয়লাকুঠির দেশ - ৩
কিনু গোয়ালার গলি - ৪
কৃষ্ণকান্তের উইল - ২
খ
খনামিহিরের ঢিবি - ২৭৫
গ
গণদেবতা - ৪
গড়শ্রীখণ্ড - ৪
গান্ধর্বী - ২৬৩
গোরা - ২
ঘ
ঘরেবাইরে - ২

চ

চতুরঙ্গ - ২

চারণভূমি - ২৬৩

চাঁদের গাঁয়ে চাঁদ - ২৬৫, ২৭১

চিলেকোঠার সেপাই - ৬

চেনামহল - ৪

চোখের বালি -২

চৈতালি ঘুর্ণি - ৩

জ

জাগরী - ৪

জানগুরু - ২৬৩

ঢ

ঢোঁড়াই চরিত মানস - ৪

ত

তিতাস একটি নদীর নাম - ৪

তিথিডোর - ৪

তিলাঞ্জলী - ৪

তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত - ৬

তেরশ পঞ্চাশ - ৪

তৃণভূমি - ৫

দ

দহন - ২৬৩

দ্বিতীয় লিঙ্গ - ১৭০

দেওয়াল - ৪

দেবদাস - ৩, ১০৪

দুর্গেশনন্দিনী - ২

ধ

ধনপতির সিংহল যাত্রা - ২৭৫

ধাত্রীদেবতা - ৪

ন

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে - ৫, ২৬৩

প

পঞ্চাশের পথ - ৪

পথের দাবী - ৩

পথের পাঁচালী - ৩

পদ্মানদীর মাঝি - ৩

পল্লীসমাজ - ২

পাঁক - ৩

পুতুল নাচের ইতিকথা - ৩

পুরুষ যখন যৌনকর্মী - ১৫৭

পূর্বপার্বতী - ৪

পূর্ব পশ্চিম - ৬

প্রকৃতি পাঠ - ২৬২

প্রথম প্রতিশ্রুতি - ৫

পৌরুষ - ২৭১

ব

বকুল কথা - ৫

বনপলাশীর পদাবলী - ৫

বান্দা - ২৭০

বাপরে বাপ - ২৭১

বিটি রোডের ধারে - ৪

বিবর - ৫

বিষবৃক্ষ - ২

বেদে - ৩

ব্রহ্মভার্গব পুরাণ - ২৭১

ম

মন্বন্তর - ৪

মানবজমিন - ৬

মায়ামৃদঙ্গ - ২৭১

মৃগয়া - ২৬৩

মৈত্রেয় জাতক - ২৬৪

য

যোগাযোগ - ৪

র

রজনী - ২

রহু চণ্ডালের হাড় - ৬

রাজসিংহ - ২

ল

লঘুগুরু - ৩

স

সত্যাসত্য - ৩

সাদা খাম - ৬

সাহেব বিবি গোলাম - ৪

সীতারাম - ২

সীতায়ন - ২৬৩

সুবর্ণলতা - ৫

সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেণু - ২৭৫

সেই নিখোঁজ মানুষটা - ২৭৫

স্বপ্নময় - ২৭১

শ

শামুকখোল - ২৬৫

শ্রীকান্ত - ২

শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন - ২৭৫

শ্রীমতী কাফে - ৪

শেষের কবিতা - ৪

হ

হাজার চুরাশির মা - ৫

হারবার্ট - ২৬৩

হারেম - ২৭০

শ্রুতি

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা
ষষ্ঠ বর্ষ : জুন : ২০১৯

ষাণ্মাসিক
ISSN : 2394-7225

সম্পাদক
তাপস অধিকারী

সহ-সম্পাদক
নির্মল দাস
গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো

শ্রুতি গবেষণা পরিষদ

নিয়মাবলী

১। 'শ্রুতি : সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা'টিতে শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক কোনো মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রিত হয়।

২। প্রতি বছর জুন ও ডিসেম্বর মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। জুন সংখ্যার জন্য ৩১শে মার্চ ও ডিসেম্বর সংখ্যার জন্য ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রবন্ধ পাঠালে তা ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না।

৩। প্রবন্ধটি অভ্র বাংলায় অথবা বাংলা word (আমার বাংলা)-এ টাইপ করে e-mail-এ Word Copy এবং Pdf Copy দু'টিই পাঠাতে হবে। Soft Copy-এর পাশাপাশি Hard Copy ও পাঠাতে হবে। হাতে লেখা প্রবন্ধ বা ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। প্রবন্ধের শব্দ সংখ্যা ৩০০০ মধ্যে রাখতে হবে।

৪। প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেল স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫। প্রবন্ধটি সম্পাদনা পরিষদ (Referees) দ্বারা বিবেচিত হলে তবেই ছাপানো হবে। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না।

যোগাযোগ

তাপস অধিকারী, মোবাইল নং : ৯৪৭৪৬৭৩৮৮৬
e-mail : editorshruti@gmail.com
নির্মল দাস, মোবাইল নং : ৯৬০৯৭৭১৫০৭
e-mail : nirmaldas247@gmail.com
গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো, মোবাইল নং : ৯৮৩২৮১৪৩৭১
e-mail : gurudaschmahato@gmail.com

Hard Copy পাঠানোর ঠিকানা

তাপস অধিকারী, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ
পো : ইসলামপুর, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩২০২

নির্মল দাস, সহকারী অধ্যাপক, যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ,
পো : পতিরাম, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩১৩৩

গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো, দেশবন্ধু পাড়া, পো : ইসলামপুর
জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন : ৭৩৩২০২

SHRUTI

SAHITYA-SAMSKRITI BISHAYAK GABESHANAMULAK PATRIKA

A PEER REVIEW REFEREED JOURNAL

Published by Shruti Gabeshana Parishad

ISSN : 2394-7225

ষষ্ঠ বর্ষ : জুন সংখ্যা : ২০১৯

প্রকাশক

শ্রুতি গবেষণা পরিষদ

গ্রাম : নাকড়াকুড়ি, পো : তেলিঘাটা, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

মোবাইল : ৯৪৭৪৬৭৩৮৮৬, e-mail : editorshruti@gmail.com

সম্পাদনা পরিষদ (Referees)

প্রফেসর মঞ্জুলা বেরা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর নন্দিতা বসু, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর বিকাশ রায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর আদিত্যকুমার লালা, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর অমিত ভট্টাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর নন্দিনী ব্যানার্জী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীঋষিকুমার শর্মা, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ড. গৌর চন্দ্র ঘোষ, ইসলামপুর কলেজ

সম্পাদক

তাপস অধিকারী

সহ-সম্পাদক

নির্মল দাস ও গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো

প্রচ্ছদ ও অক্ষরবিন্যাস

তাপস অধিকারী

প্রাপ্তিস্থান

সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক (ফোন বা মেল-এ যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়)

সূচি

রাঢ়ের শীতলাদেবী ও মানিকরাম গাঙ্গুলির শীতলামঙ্গল	: আদিত্যকুমার লালা	৭
এক অন্য সতীর গল্প : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'কথামালা পুতুল'	: শর্মিষ্ঠা পাল	১৫
লোকযান কবির পালার সেকাল-একাল	: অর্জুন মণ্ডল	২১
দৌলতকাজীর 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না' কাব্যে পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব	: চঞ্চল দেবনাথ	২৭
'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' : লোকায়ত প্রসঙ্গ	: দীপ্তি বর্মন	৩৭
সুবোধ ঘোষের 'লোকান্তর' : মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিবিম্ব	: মদন গোপাল অধিকারী	৪৬
বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের প্রভাব ও প্রসঙ্গ	: নির্মল দাস	৫১
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম': পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিখণ্ডিত ছিন্নমূল বাঙালীর শিকড় সন্ধানের ইতিহাস	: প্রেয়সী গোস্বামী	৬৩
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের "রংবদলায়" উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কে রংবদলের ক্যানভাস	: স্মিতা সরকার	৭২
ইষ্টিকুটুম : প্রকৃতির লেন্সে সময়ের বিপ্রতীপ জিজ্ঞাসা	: হৈমন্তী বর্মন	৯২
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রীদেবতা : প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা	: তাপস অধিকারী	৯৭

শ্রুতি : সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ : জুন সংখ্যা : ২০১৯
A Peer Review Refereed Journal, ISSN : 2394-7225

এক অন্য সতীর গল্প : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'কথাবলা পুতুল'

শর্মিষ্ঠা পাল

গল্প বলা বা কাহিনি নির্মাণের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বপ্নময় চক্রবর্তী সবসময় কিছু না কিছু পরিবর্তন এনেই চলেছেন। তাঁর রচিত গল্প কাহিনির বিষয়বস্তু আমাদের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করায়। এই অভিজ্ঞতায় বহুবার তিনি নারীদের নিয়ে বহু কাহিনি উপস্থাপন করেছেন বহুপ্লটে, বহুথিমে। নারী চরিত্রগুলিকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী যেভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন তার একটিরূপ 'কথাবলা পুতুল' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র মহামায়ার লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। এই উপন্যাসের চিত্র আমাদের সামনে এক নতুন পথ খুলে দেয় যা একুশ শতকের নারীর রূপকে পরিস্ফুট করে। উপন্যাস কাহিনিতে কথা বলে মহামায়া নারী এক পুতুল। যাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় কথা না বলা পুতুলেরা। উপন্যাস কাহিনিতে মহামায়া কর্মরতা মহিলা। রেললাইনের ধারে দাদার বাড়িতে মহামায়া থাকে। ফলে ট্রেনের আওয়াজই তার ঘুম ভাঙার মাধ্যম। হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্যদিয়ে মহামায়া সন্তান প্রতিপালনের ধর্মে ব্রতী। কারণ মহামায়ার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে বহুদিন হল। বছর ১৫-র মেয়ে সোনালি এখন ক্লাস নাইন আর ছেলে অভি এখন ক্লাস ফাইভ। ছেলের ৩ বছর বয়সে স্বামী তাকে ত্যাগ করে গিয়েছে। স্বামী বিহীন সংসারের সব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেহদান করেছে বহুবার, সে বিষয়ে তার শুচি বায়ুগ্রস্তভাব নেই। কারণ বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই চালের কারবারের লাইনে সে যোগ দিয়েছিল। চালের লাইনের মেয়েদের চরিত্র ঠিক থাকেনা, এটা জানা সত্ত্বেও মহামায়ার দাদারা বাধা দেয়নি কোনদিন। ফলে চালের লাইনের পাকা কারবারী হতে গিয়ে লালালদের কাছে বহুবার দেহদানে সে লিপ্ত হয়েছে। শুধু যে চালের লাইনেই মহামায়ার সতীত্ব নষ্ট হয়েছে তাই নয়, দশ বছর বয়সে ধরণীকাকু তাকে প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করেছিল। কালিমালিপ্ত এই লাইনের মধ্যে থেকেই এক সময় সংসার পাতার হাতছানি আসে। বিয়েও হয় মহামায়ার। মহামায়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে মহামায়ার শ্বশুর বিয়ের প্রস্তাব দেয়, মহামায়া বহু দ্বন্দ্ব নিয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করে। মহামায়া ভেবেছিল শ্বশুর যখন সব জেনে শুনে ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তখন তার জীবনের সঙ্গে স্বামীর বোধহয় কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু সব ধারণা ফুলসজ্জার ঘরে ধূলিসাৎ হয়ে যায় স্বামী দীলিপের প্রশ্নবাণে। অবশ্য স্বামীটি তার জেলফেরৎ আসামী। বহুগামীতা তার ধর্ম। ট্যাক্সি চালিয়ে সংসারের জন্য সামান্য উপার্জন করে। এহেন স্বামী নামক বস্তুটির প্রতিরাতে মহামায়ার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সিদ্ধহস্ত। নিত্য অশান্তি নিয়েই মহামায়া চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মহামায়ার স্বামী দুই সন্তানকে রেখে অন্যনারীর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে ঘর ছাড়ে। এরপর মহামায়ার আশ্রয়স্থল হয় দাদারবাড়ি।

স্বামীবিহীন নতুন পথ তার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু আর চালের লাইন নয়। এবার নিজের বাড়ি দত্তপুকুর থেকে উল্টোডাঙ্গা পর্যন্ত লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করে পৌঁছে যায় নতুন কর্মস্থলে। মনসারামের টেক্সটাইল কারখানায় কাজ নেয় মহামায়া। রীতিমত টেস্ট দিতে হয় মহামায়াকেদেহ হয়ে ওঠে মহামায়ার দ্বিতীয় উপার্জন মাধ্যম। মনসারামের এম এম এন্টারপ্রাইজে মহামায়ার সঙ্গে কৃষ্ণা, পুতুল, নমিতা, মমতা, কাবেরীর মতো বহু মেয়ে কাজ করত। কিন্তু মহামায়ার দেহগত আকর্ষণের জন্য মনসারামের সু-নজরে এসে যায় সে। এহেন সু-নজর যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছলতাও এন দেয় মহামায়াকে। মনসারামের সঙ্গে শারীরিক

সম্পর্কের দরুণ ছেলে মেয়ের লালন পালন সুষ্ঠুভাবেই চলছিল। কিন্তু মাঝপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মনসারামের মেয়ে। এরপরের ব্যবস্থা হিসেবে মহামায়াকে মনসারামের ছোটবেলার বন্ধু দিবাকরের কাছে পাঠায়। দিবাকরের কবিরাজি ওষুধের ব্যাবসা। 'ডায়মন্ডআয়ুর্বেদ' কোম্পানীর ওষুধ তৈরি করে হকার দিয়ে সেল দেওয়ায় দিবাকর। মহামায়া এখানে ওষুধ তৈরির কাজে যোগ দেয়। তবে মনসারাম মাঝে মাঝে মহামায়ার কাছে আসলেও মহামায়ার ধীরে ধীরে মনসারামের ডাকে সাড়া দেওয়ায় অনিচ্ছা তৈরি হয়। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে দিবাকরের চরিত্রের দৃঢ়তা।

দিবাকরের কাছে মহামায়া শুধু ওষুধের কাজ শেখে তাই নয়। দিবাকরের বউ পারুলের অসুস্থতার জন্য বাড়ির রান্নার কাজের দায়িত্বও সে নেয়। অনেকটা গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা পালন করতে শুরু করে মহামায়া। দিবাকরের বউ পারুল তথাকথিত 'হাবা-গোবা'। ডাক্তার দেখিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। ফলে গৃহস্থালীর কাজে সে অনেকটাই অপারগ। ক্রমে তাকে ঘিরে দিবাকরের জীবনেও তৈরি হয় শূন্যতা। কারণ শয্যাসঙ্গীনির দায়িত্ব পারুল কোনদিনও পালন করতে পারেনি। পারুলের এই অবস্থার জন্য দায়ী পারুলের এক মামা। পারুল এই মামার দ্বারা ছোটবেলায় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ফলে সে কোনদিনই আর তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। পারুলের এই অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও দিবাকর কখনই অন্য নারীমুখী হয়নি। মহামায়াও দিবাকরের এই মানবিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে মহামায়া অবহেলা করতে থাকে মনসারামকে। দিবাকর জীবনের এতদিনের অপূর্ণতাকে যেন মহামায়ার মধ্য দিয়ে পূরণের স্বপ্ন দেখতে থাকে। মহামায়া দিবাকরের জীবনে সেই পূর্ণতা নিয়ে হাজির হয়। সংসারের গৃহকর্ত্রীর ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরের মনে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবেও মহামায়া স্থান পায়। মহামায়া উপলব্ধি করে দিবাকরের মনের অবস্থা। তাই মনসারাম মহামায়ার কাছে বারবার ভোগ লালসা নিয়ে উপস্থিত হলেও সে নানা অজুহাতে তাকে ফিরিয়ে দেয়। ঘটনাক্রমে পারুলের ক্যান্সার ধরা পড়লে দিবাকর অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হয়। মহামায়া তাকে নানা ভাবে সাহায্য করে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে চুরি যাওয়ার ভয়ে ওষুধ তৈরির ঘরে দিবাকর লুকিয়ে রাখে মহামায়ার পরামর্শে। কিন্তু একসময় এই টাকা চুরি যাওয়ায় মহামায়াকেই সন্দেহ করে দিবাকার। এক চূড়ান্ত অবিশ্বাস দানা বাঁধে দিবাকরের মনে। এই সংকটময় মুহূর্তে মনসারাম আবার দিবাকরের বাড়িতে হাজির হয় মহামায়ার শরীর ভোগেচ্ছায়। মহামায়া মনসারামকে বাধা দিয়ে চিৎকার করতে থাকে, সেই শব্দ দিবাকর শুনতে পেয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে স্ট্রোক করে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে, চিকিৎসা করার ভার মনসারামই নেয়, বিনিময় মহামায়ার শরীর ভোগ। দিবাকরকে প্রাণে বাঁচানো যায়না। দিবাকরের স্ত্রী পারুলের অপারেশন সাকসেসফুল হয়। দিবাকরের মৃত্যুর পর পারুলকে বাড়িতে নিয়ে আসে মহামায়া। আসানসোল থেকে দিবাকরের মৃত ভাইয়ের স্ত্রী ও ছেলেকে ডাকা হয়। দিবাকরের বাড়িটির স্নেহেতু দলিলপত্র ছিলনা তাই মনসারামের মধ্যস্থতায় কিছু টাকার বিনিময়ে বাড়িটি প্রমোটারের হাতে চলে যায়। মহামায়া নিজেই পারুলের দায়িত্ব নেয়। দিবাকরের কাছে শেখা কিছু ওষুধের ফর্মুলা মহামায়া আর পারুলের জীবন ধারণের উপায় হয়। 'ডায়মন্ড আয়ুর্বেদ'-এর লেবেল লাগিয়ে মহামায়া হয়ে ওঠে দিবাকরের উত্তরসূরি। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে দিবাকরের টাকা চুরি যাওয়ার কথা। মহামায়ার মেয়ে সোনালি দিবাকরের হকার কানাইয়ের সঙ্গে পালিয়ে যায় সেই টাকা চুরি করে। কিন্তু মহামায়া যে টাকা চুরি করে নি সে কথা আর জানানো হয় না দিবাকরকে। মহামায়ার উপর অন্যায় নিয়েই দিবাকর মারা যায়। মনসারামকে মহামায়া হাতছাড়া করে না। কারণ তাকে শুধু

তার ছেলেকে বড় করতে হবে তাই নয়, পারুলের দায়িত্ব নিতে হবে। তাই কলোনির মেয়েরা যেভাবে বেঁচে থাকে সেই পথই মহামায়ার পাথেয় হয়।

২

উপন্যাসটির মূল চরিত্র মহামায়া। অন্যান্য চরিত্র হিসেবে মনসারাম, দিবাকর, পারুল, মহামায়ার মেয়ে সোনালি, ছেলে অভি, এবং দিবাকরের হকার কানাই উপন্যাসের গতিধারাকে সহায়তা করেছে। তবে দিবাকর, মনসারাম দুজনেই মহামায়া চরিত্রের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। উপন্যাসটির কথাবস্তুকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে এর উপস্থাপনভঙ্গি। মোট ২১ টি অধ্যায় এবং প্রতিটি অধ্যায় নামকরণ যুক্ত। অধ্যায়গুলি পর পর এরকম— মহামায়ার সারাদিন, এম আর মণ্ডল, বাংলার গাছ কথা বলে, পার্কে, বায়ু পিত্ত কফ, মেয়েবেলা, আরতি, রক্ত, ক্যানসার, কাঁদছে পারুল, টুকরো ঘটনাগুলি, নারদ পঞ্চাচূড়া, কানাই ও সোনালি, সেই পুরোনো ঘাট, দৈত্য মুখ নরজা, বিশ্বাস অবিশ্বাস, উপলব্ধি, হিসেব, ডায়মন্ডপ্লাস্টিক, মহামায়া এখন, বাংলার গাছ কথা বলে।

সমস্ত অধ্যায়গুলির মধ্যেই মহামায়ার যাতায়াত। মহামায়া নিজেকে নিয়ে ভাবে সমাজে তার পরিচয় কি? কারণ ছেলেমেয়েকে ভালো রাখার জন্য সে সাধারণ কর্মজগতের সঙ্গে সঙ্গে বেছে নেয় দেহ ব্যাবসাও। মহামায়ার শারীরিক গঠনই তার এ পথে যাওয়ার সূত্র। এক সময় চালের লাইন আর তারপর মনসারামের লোলুপ দৃষ্টিকোনটাকেই সে পিছু হাড়াতে পারে নি। কিন্তু এটাই মূলকথা নয় আসলে মহামায়াও চায়নি তার ছেলেমেয়েকে ভালোভাবে মানুষ করার ইচ্ছেকে জলাঞ্জলি দিতে। উপরন্তু সে পুত্র সন্তানের মা। মেয়ের চাইতে ছেলেকে সে অনেকটাই পক্ষপাতিত্বের নজরে দেখে। সব কিছুর আড়ালে 'হাফগেরস্থ' মহামায়া পুত্র সন্তানের জননী। তাই হয়তো মহামায়ার আধখানা মন চায় মৃত্যুকালে ছেলের হাতের আগুন। তাই মেয়েকে লুকিয়ে সে পুত্র পরিচর্যা করতে গিয়ে চিরাচরিত মায়ের রূপ ধারণ করে— "চা করার সময় একটু বেশি করেই পাউডার দুধ গোলে মহামায়া, চায়ে দেওয়ার পরও আধ কাপ মতো পড়ে থাকে। দাঁত মেজে এলে ছেলেটার থুতনিটা ধরে কল করে খাইয়ে দেয়— মেয়েটা যেন না দেখে। মহামায়া বোঝে, মেয়েটা গোপনে ভাইকে খাওয়ানোর ব্যাপারটা জানে।"[৩] অর্থনৈতিক দূরাবস্থা মহামায়ার মতো বহু মেয়েকেই বিপথগামী করে তুলেছে। আসলে মহামায়ার পূর্ব ইতিহাস জেনে বিয়ে করার পর তার স্বামীও তো চেয়েছিল এক জন সতী নারী। কিন্তু সে কি তার নারীত্ব পালন করল? না, অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে মহামায়াকে ত্যাগ করল পুত্র, কন্যাকে ফেলে। ফলে সন্তান লালন পালনের তাগিদে মহামায়াকে কর্মমুখী হতে হল। কিন্তু নারীর চিরশত্রু তার রূপ। মহামায়ার ক্ষেত্রেও তাই হল। মনসারামের টেক্সটাইল কারখানায় কাজ করতে গিয়ে তাকে দেহ ব্যাবসায় পা দিতে হল। তাই হয়তো যখন মনসারামের কারখানা থেকে কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যাবে সে মুহূর্তে তার মধ্যে দোলাচলতা সৃষ্টি হয়। এ দোলাচলতা কেন তা বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয় না পাঠকের।

দিবাকরের ওষুধ তৈরির কারখানায় কাজ পাওয়ার পর থেকে মহামায়ার মধ্যে শুরু হয় পরিবর্তন। সে সূচনা অবশ্য দিবাকরের আর্থিক চাহিদার দিক দিয়ে। দিবাকরের বউ পারুলের মানসিক ভারসাম্যহীনতা দিবাকরের জীবনে একটা অতৃপ্তির সৃষ্টি করেছিল। মহামায়া এসে রান্নাঘরের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দিবাকরের মহামায়াকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। কিন্তু সে স্বপ্ন দৈহিক সুখই শুধু নয় সংসারের দাম্পত্য সুখ।

মহামায়ার মধ্যেও শুরু হয় সংসারকে ভোগ করার চাহিদা— "মহামায়া এখন অনেকটাই অধিকার ভোগ করে। মালিকের দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকানোর অধিকার, কিছু নিষেধ করার অধিকার, কিছু উপদেশ দেওয়ার অধিকারও।"[৫] কিন্তু দিবাকরের আত্মদ্বন্দ্ব সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পারুল পাগল জেনেও দিবাকর তাকে ত্যাগ করে নি। বরং পাগল বৌয়ের সমস্ত ফরমাশ পূরণ করেছে। পারুলের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জানার পর তার প্রতি আরও যত্নবান হয়েছে সে। ফলে মহামায়ার প্রতি আকর্ষণ থাকলেও সেই টানকে এড়ানোর চেষ্টা সে প্রাথমিক ভাবে করেছে।

বাবা মারা যাওয়ার পর দাদাদের ইচ্ছাতেই জালের লাইনে কাজ করতে থাকে মহামায়া। সেখানে ব্যবসার উন্নতির জন্য বহুবার নিজের দেহকে ব্যবহার করেছে সে। এরপর বিয়ে করে সন্তান উৎপাদন করে সংসার ধর্ম পালন করতে চায়, কিন্তু স্বামীর দ্বিচারিতা সে পথে বাধা হয়ে দেখা দেয়। সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে সৎ পথে কর্মসংস্থান করতে চাইলেও সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার রূপ-যৌবন। মনসারামের কারখানায় কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তার শয্যাসঙ্গিনী হতে হয় তাকে। এক সময় মনসারামের পরিবার এ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর পর দিবাকরের ওষুধ তৈরির কারখানায় মহামায়াকে নিযুক্ত করা হয়। এই সময় পর্বে মহামায়া জীবনের বহু পর্ব পার করে এসেছে। এখন তার লক্ষ্য ছেলেকে মানুষ করা। তবে নারীসত্ত্বার পরম চাহিদা স্বামীর সুখ। সে সুখ দিবাকরের কাছ থেকে মহামায়া পাবে না জেনেও দিবাকরের ব্যক্তিত্ব মহামায়াকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণের তাগিদেই মনসারামের ভোগেচ্ছাকে বাধা দিতে সে সক্ষম হয়।

মহামায়া আর দিবাকরের মনের ইচ্ছেগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। তাদের দেহগত খেলার আঁচ পারুল পাওয়ার পর থেকে মহামায়ার উপর তার ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দিবাকরের মনের ইচ্ছেগুলোও ডানা মেলতে থাকে। মহামায়াকে নিয়ে সংসার বাঁধার স্বপ্ন সে বুনতে থাকে। কারণ পারুলের ক্যান্সার ধরা পড়ার পর থেকে দিবাকর মনের কোণে পারুলের মৃত্যুর চাহিদা স্থান পায়। ঘটনাচক্রে দিবাকরের মৃত্যু কাহিনির গতিপথ পাল্টে দেয়। উল্টোদিকে পারুলের অপারেশনের পর সে বেঁচে ওঠে। এবার তার দায়িত্ব কে নেবে? দিবাকরের ওষুধ কোম্পানি ডায়মন্ডহারবালের সঙ্গে দিবাকরের পাগল বউ পারুলের দায়িত্বও নেয় মহামায়া। কারণ দিবাকরের ভাইয়ের বউ ও ভাইপো পারুলের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেও পারুল তাদের সঙ্গে যেতে নারাজ। ফলে পারুলের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে মহামায়া। অসুস্থ পারুল ভেবেছিলো তার স্বামী যদি ফিরে আসে তবে 'ম্যাডাম' অর্থাৎ মহামায়ার কাছেই আসবে। তাই মহামায়া পারুলকে বোঝালেও পারুল অন্য ইঙ্গিত দেয়— "পারুল আঙুলটা আকাশের দিকে রেখে বলেছিল, ও ম্যাডাম আসবে। মহামায়া বুঝতে পেরেছিল কী ভাবছে পারুল। পারুল ভাবছে— দিবাকর ফিরে আসবে, আর ফিরে এলে এই ম্যাডামের কাছেই ফিরবে। সুতরাং, ম্যাডামের কাছে থাকলেই ওর সঙ্গে দেখা হবে।"[৬] নিজের অন্ন সংস্থান করতে হিমশিম খাওয়া মহামায়াকে অগত্যা পারুলের দায়িত্ব নিতে হয়। একজন সাধারণ নারী হয়ে ওঠে বাংলার ইতিহাস বহনকারী চিরন্তন নারীসত্ত্বা।

৩

মহামায়া এখন উত্তরাধিকার বহন করছে দিবাকরের ডায়মন্ড আয়ুর্বেদ কোম্পানির। দিবাকরের কাছ থেকে শিখে নেওয়া ওষুধের ফর্মুলা এখন মহামায়ার জীবন ধারণের উপায়। একদিকে ছেলে অভি, অন্যদিকে ক্যান্সার রোগী পারুল। এ দুয়ের পালন-পালনের জন্য মহামায়া হয়ে ওঠে ট্রেনের লেডিজ কম্পার্টমেন্টের 'মহিলা

হকার'। তার মধ্যে কাজ করে ইতিহাসকে ধরে রাখার প্রবল ইচ্ছে, সেই ইচ্ছেই তাকে দিয়ে বক্তব্য তৈরি করে— "...বন্ধুরা আমার। আমি ডাক্তার কবিরাজ নই। একজন সাধারণ নারী। বাংলার জংলা গাছের মতোই সাধারণ। আমি লেডিজ কম্পার্টমেন্টে এসেছি আপনাদের বন্ধু হিসেবে। সঙ্গে এনেছি নারীবন্ধু চূর্ণ।"[৪] মহামায়া নিজেকে বাংলার জংলা গাছ মনে করে। এই গাছকে কেন্দ্র করে পারুল নামের আর একটি জংলা গাছ বেঁচে থাকতে চায়। মহামায়া সেই অবলম্বন। কিন্তু পারুলের চার হাজার নয় মাত্র চারশ টাকা দামের ইঞ্জেকশনের টাকাও যে জোগাড় হয় না। তাহলে উপায়? অর্থনৈতিক দুরাবস্থা সত্ত্বেও পারুলের বাঁচতে চাওয়ার ইচ্ছে আর দিবাকরের প্রতি সুস্থ ভালোবাসা মহামায়াকে এযুগের বেহুলা করে তোলে। ইন্দ্রের সভায় বেহুলা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই সতীত্ব বিসর্জন দিয়েছিলো, আজ মহামায়াও সে পথের যাত্রী— "বাংলার বৃক্ষ লতা কথা বলে, দুঃখ কথা বলে। বেহুলাও বলেছিল। বেহুলার মতো মহামায়াও ইন্দ্রের সভায় যায়, যেতে হয় মাঝে মাঝে। মনসারাম। মনসারাম ওকে টাকা দেয়। চুপ চাপ চিৎ হয়ে শোয়, বাংলার গাছ কোনো কথা বলে না। বেহুলাও নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়। মহামায়া ও একটু কোমর নাচায়, নইলে টাকা পাবে কোথায়, অন্য এক জংলি লতা যে বেয়ে উঠতে চায়, বাঁচবে।"[৫] সতী নারী হয়ে ওঠা মহামায়ার সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রচলিত কথা বলা পুতুলের গন্ডি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে সে। কারণ তাকে ঘিরে বাঁচতে চাওয়া আছে, প্রেমানুভূতি আছে। এযুগের বেহুলারাও সমস্ত যন্ত্রণাকে চেপে রেখে লড়াই করে টিকে থাকতে জানে তার উদাহরণ স্বরূপ মহামায়া চরিত্র সৃষ্টি। ঔপন্যাসিক দক্ষ হাতেই সে নির্মাণ কাজ সমাধান করেছেন। আত্মিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে মহামায়া নিজের সিদ্ধান্তকে নিয়ে ভেবেছে। কথা বলা পুতুলের মতো অন্যের হাতের পুতুল হয়ে থাকে নি। জীবন যে নিত্য বহমান সে ধারাকে মেনে নিয়ে মহামায়া লড়াইকে প্রতিয়ার করতে চেয়েছে। তাই অন্য এযুধ নয়, নারী বন্ধু আর রসময় চূর্ণই মহামায়ার সে হাতিয়ার। প্রয়োগস্থান লেডিজ কম্পার্টমেন্ট। বর্তমান শতাব্দীর গালে যাওয়া অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষের নগ্ন চাহিদা আমাদের চারপাশের সংস্কৃতির পরিবর্তন করে চলেছে প্রতিনিয়ত। সেই পরিবর্তনে নিজেকে টিকিয়ে রাখার পন্থা বের করে নিয়েছে মহামায়া। হকারি করতে শুরু করেছে সে। কোনো দ্বিধা ছাড়াই নারী বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করে সে হাত বাড়িয়েছে অজানা ভবিষ্যতের দিকে— "আমি নিজে মেয়ে হয়ে কেবলমাত্র মেয়েদের জন্যই বিক্রি করছি নারী বন্ধু চূর্ণ। যে-কোনো রকম অসুবিধায় কাজদেয়। যাঁদের এখনও কোনো সমস্যা শুরু হয়নি, তারা রোজ এক মাত্রা করে খাবেন। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, একদম ঠিক দিনে পিরিয়ড শুরু হবে, ঠিক দিন শেষ হবে।"[৬]

আসলে জীবন যে বৈচিত্রকে বহন করে তারই একটি রূপ মহামায়া। মহামায়ার জিজ্ঞাসা-জীবন যুদ্ধে জংলা গাছের মতো কি বেঁচে থাকা যায়? সে নিজেই উত্তর পেয়েছে- হ্যাঁ এভাবেও বেঁচে থাকা যায়। কারণ এই জংলা গাছের দিকে আরও একটি জংলা গাছ আঁশি বাড়িয়েছে। এক নারীকে কেন্দ্র করে আর এক নারী বাঁচতে চেয়েছে। এই শক্তি মহামায়ার সমস্ত শক্তির উৎস। ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী মহামায়া চরিত্রের যে উত্তরণ দেখিয়েছেন সেখানেই উপন্যাসটি সার্থকতার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র

১। [illegible], অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৭, পৃ ৯।

২। তদেব, পৃ-৫৮।

৩। তদেব, পৃ-১৩৮।

৪। তদেব, পৃ-১৪০।

৫। তদেব, পৃ-১৪৫।

৬। তদেব, পৃ-১৪১।

প্রাবন্ধিক পরিচিতি: গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

A Bengali Peer-Reviewed Journal
সংশপ্তক
ISSN : 2454-4884
ষষ্ঠ বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা ।।
ডিসেম্বর ২০২০
সম্পাদক : উত্তম দাস

সংশপ্তক , SAMSAPTAK

Peer- Reviewed Journal

২০20 ডিসেম্বর

2020 December

Vol.৬, Issue-1

ষষ্ঠ বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা

ISSN-2454-4864

পত্রিকা অধিকর্তা(Magazine Director)

প্রফেসর উৎপল মণ্ডল,(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদক (Editor)

উত্তম দাস , সহকারী অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ

বীরভূম মহাবিদ্যালয় , সিউড়ি

Name of the Editorial Advisory Board & Peer Review Committee

ড. প্রকাশ মাইতি (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. চিত্রা মোদক (বিশ্বভারতী)

ড. সুজেন বিশ্বাস (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

ড.আনন্দ বর্মণ (কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

প্রফেসর তপন কুমার বিশ্বাস (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় , ডিন , আর্টস এন্ড কমার্স)

পরবর্তী সংখ্যার বিষয়

বাংলা উপন্যাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ

অভ্রতে কালপুরুষ ফন্ট এ লিখে সফটকপি uttamnbu@gmail.com এ পাঠান

মে ১৫ ,২০২১ এরমধ্যে। পিডিএফ করবেন না, 9734518427

সংশপ্তক

SAMSAPTAK

Peer- Reviewed Journal

A bi annual journal based on research social ,literary and cultural discourse

সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক পত্রিকা

২০২০ ডিসেম্বর

2020 December

Vol.6, Issue-1

ষষ্ঠ বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা

ISSN-2454-4884

Title of the magazine - Samsaptak

পত্রিকার নাম - সংশপ্তক

The language in which Published - Bengali

যে ভাষায় প্রকাশিত - বাংলা

Periodicity of Publication - Six monthly

ব্যবধান - ষাণ্মাসিক

Magazine Director - Dr. Utpal Mandal

পত্রিকা অধিকর্তা

ড. উৎপল মন্ডল

Name of the editor - Uttam Das

সম্পাদকের নাম - উত্তম দাস

সহকারী সম্পাদক

সুব্রত দাস,জিতেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য , উজ্জ্বল শীল , প্রসেনজিৎ দাস , তুফান রায় ,ইউনুস মিঞা, শান্তনু মণ্ডল ,(সহকারী অধ্যাপক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) , তাপস সোরেন , সহকারী অধ্যাপক ,(বীরভূম মহাবিদ্যালয়) গৌতম দাস ,সহকারী অধ্যাপক ,(বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়) , এহেসানুল্লা হক, আমিরুল খান (বীরভূম মহাবিদ্যালয়)

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ - সোমা দাস , কামাখ্যাগুড়ি

মুদ্রণ ও প্রকাশকের নাম - মা প্রেস , তুফানগঞ্জ , কোচবিহার

মূল্য - ৩০০/-

II সূচিপত্র II

সম্পাদকীয়- ।

- নবনীতা দেবসেনের 'ফিনিক্স' : একটি নারীবাদী বিশ্লেষণ
  বৈশালী ঘোষ চৌধুরী # ০১
- মুসলমানীর গল্প : মানুষের জয়গান
  লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার # ০৮
- মতি নন্দীর কথাসাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্ক সংকট ও সমস্যা :
  সঞ্জিত সরকার # ১১
- সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে "মধ্যবিত্ত জীবনের বিকারগ্রস্থতা"
  উৎপল ডোম # ১৬
- মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু উত্তরাধিকারে স্পর্ধিত কবি সমর সেন
  ড. স্বাগতা ভদ্র # ১৯
- সতীনাথ ভাদুড়ীর 'অচিন রাগিণী' : 'টান-ভালবাসা'র এক অভিনব আখ্যান
  শ্রীজীব তপস্বী # ২১
- পদ্মা ও তিতাসের রূপ : পাঠকের অনুভবে
  ড. শৌভিক বাগচী # ২৮
- নিখিল ভারতীয় বাঙালি লেখক প্রফুল্ল রায়
  সুব্রত মণ্ডল # ২৯
- শরীর মনস্তত্ত্বের আখ্যান:'হলদেগোলাপ'
  শর্মিষ্ঠা পাল # ৩৩
- দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর : প্রেক্ষিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প
  বিউটি রক্ষিত # ৩৮
- হাজার চুরাশির মা:দুই মাতৃত্বের ক্রন্দন
  বাপ্পী বর্মন # ৪৩
- উত্তরবঙ্গের আলোকে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি
  বিপ্লব হাঁসদা # ৪৭

 ISSN-2454-4884

শরীর মনস্তত্ত্বের আখ্যান:'হলদেগোলাপ'

শর্মিষ্ঠা পাল

[illegible] পরিস্থিতির জটিল আবহ বাংলা উপন্যাসের রূপতত্ত্বগত ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে বাংলা উপন্যাস যে [illegible] শুরু করেছিল আজ তার সার্ধ-শতবর্ষ অতিক্রান্ত। বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিকগত দিক নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এযাবৎ ঔপন্যাসিকেরা করে [illegible] একবিংশ শতাব্দীর জটিল সমাজ শরীরে একাধিক আন্তর্বিরোধী পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার চিহ্ন হিসেবে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদেগোলাপ' [illegible] পরিচায়ক। রন্তুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত 'রোববার' পত্রিকায় ২০১২-২০১৩ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই [illegible] পাঠকবর্গের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ার পর 'আনন্দপুরস্কার'-এ ভূষিত [illegible] উপন্যাসটিকে রূপান্তরকামী মানুষদের শরীর মনস্তত্ত্বের আখ্যান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এর বিস্তৃত কাহিনি আখ্যান থেকে। রূপান্তরকামী [illegible] সম্পর্কে আগ্রহের কারণ বলতে গিয়ে স্বপ্নময়চক্রবর্তী বলেছেন –

[illegible] থেকেই তথাকথিত 'মেয়েলি ছেলেদের' অপমানিত হতে দেখেছি সমাজের নানা ক্ষেত্রে। ওদের কষ্ট পাওয়া উপলব্ধি করেছি। মানুষের [illegible] এবং যৌনিক আচরণের আলোছায়া বুঝতে চেষ্টা করেছি।"১

[illegible] চাওয়ার তাগিদ থেকেই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক আখ্যানকে তুলে ধরা। ১৪২০ সালের ১ বৈশাখ এক ঐতিহাসিক রায় [illegible] সুপ্রিমকোর্ট। রূপান্তরকামী বা বৃহন্নলাদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সর্বোচ্চ আদালত। আদালত নারী ও পুরুষদের মতই শিক্ষা, [illegible] সরকারগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপেরও নির্দেশ দেয়। কিন্তু এরপরেও আমাদের সমাজের খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে কি? এ প্রশ্ন [illegible]। ট্রান্সজেন্ডার, সমকামী, উভকামী সমাজে এই ধরণের মানুষদের কথাই ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'হলদেগোলাপ' উপন্যাসে তুলে [illegible]।

উপন্যাসের পটভূমির সূচনা কলকাতার আকাশবাণীকে কেন্দ্র করে। আকাশবাণীতে কর্মরত অবস্থায় স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'সঞ্চিতা' নামে যৌন [illegible] একটি অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রেরিত এক চিঠি স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে ভাবিয়ে তুলেছিল।সেই ভাবনা থেকেই [illegible] উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্গম।এরপর তথ্য অনুসন্ধান করতে তিনি হাত বাড়িয়েছেন প্রাচীনইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, জেনেটিক্স, নৃতত্ত্ব, [illegible] তার বহির্জগতকে যৌনতাকে কেন্দ্র করে সামাজিক অবস্থার দিকে। এসবের মধ্যে যোগ দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির।

[illegible] উপন্যাসে তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিক স্বীকৃতি লাভের জন্য লড়াই করা মানুষগুলির মনস্তাত্ত্বিক দিক গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রয়েছে। [illegible] ভিলেন' ভাবা হত যে মানুষগুলিকে তাদের জীবনবৃত্তই এইউ পন্যাসের আধার। একই সঙ্গে পুরাণ ও লোককথায় [illegible] বা বৃহন্নলাদের যে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রয়েছে, সেই ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরতে ভুলে যাননি ঔপন্যাসিক।

[illegible] জীবজগতের রহস্য উন্মোচন করলে দেখা যায় এ দুটি বহু বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণ । মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্রদের এদিক-ওদিক হলে [illegible]। সূক্ষ্ম অনু-পরমাণুর মধ্যেও নিয়মের কড়াকড়ি। এই নিয়ম সমাজ শরীরেও বিদ্যমান। দ্বৈত পরিচয় নিয়ে জন্মানো মানুষগুলির সঙ্গেও [illegible]-পরমাণুর সম্পর্ক। সমাজের চলমান গতিপথে তাদের আচরণ তাই অন্যদের কাছে নীতি বিরুদ্ধ মনে হয়। এদের করে দেওয়া হয় ব্রাত্য, [illegible] এদের ব্যক্তি জীবন হয়ে যায় শৃঙ্খলিত। এমন মানুষদের কথাই স্বপ্নময় চক্রবর্তী তার "হলদে গোলাপ' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

২

[illegible] মানুষের রক্তে জিনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাই ব্যক্তি ভেদে চরিত্রগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। শৈশবকাল থেকেই প্রতিটি ব্যক্তির [illegible] বিভিন্ন আচরণ তাঁর পরবর্তী জীবনধারায়ে বাঁক বদলের মধ্যে দিয়ে সেই ব্যক্তিকে সমাজ-উপযোগী করে তোলে। কিন্তু জীববিজ্ঞানের বিচার [illegible] মানুষের মনের সংযোগ সম্পর্ক এসব নিয়ে বহু বিচার , যুক্তি থাকলেও সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা জানতাম না যে -মন বলতে আলাদা [illegible] আমাদের ব্যক্তিত্বকে পরিচালনা করে। মানব মন আর মানব শরীর যে একে অপরকে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে ধরে আছে এই সত্য আমরা [illegible] সিগমুন্ড ফ্রয়েডের আগে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে শিখিনি। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে সিগমুন্ডফ্রয়েড 'The Intrepretation of Dreams'এবং [illegible] of Everyday Life' নামে দু'খানি গ্রন্থ লেখেন। তিনি ১৯০৫ সালে যৌন মানস সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বটি [illegible] নামে পরিচিত । তিনি বলেন – শৈশবের সব আচরণ ও ইচ্ছে যৌনতা ভিত্তিক। যার নামকরণ করেছেন 'ইডিপাসকমপ্লেক্স'। এই তত্ত্ব [illegible] মাতার প্রতি পুত্রের কামেচ্ছা জাগে এবং এই কামেচ্ছা নিবারণে পিতাকে সে পথের কাঁটা মনে করে। অন্যদিকে কন্যা সন্তানও মাকে

অজান্তায় জাগে। এই তত্ত্ব অনুসারেই মেয়ে বা ছেলেদের মধ্যে একধরনের ব্যক্তি সত্তার দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। কারন বহু পুত্র বা কন্যা সন্তান পিতা বা মাতা ছাড়াই সমাজ থেকে বড় হয়ে ওঠে। তাদের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব খাটে না। তবে মন যে মানব জীবনের বহু বিচিত্র কর্মজগত কে পরিচালনা করে এই তত্ত্বকে মেনে নেওয়া যায়। আর এ থেকেই জৈবিক সত্ত্বা আর মানসিক সত্ত্বার দ্বন্দ্ব শুরু। পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মালেও মনটি তার বারবার নারীর অঙ্গ কামনা করে, অন্যদিকে নারীর অঙ্গেই যেন নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে চায়না অন্য মেয়েটি। এই ধরনের দ্বৈত সত্তার মানুষদের আমরা কোন তত্ত্বে বিশ্লেষণ করবো? প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জৈবিক বা মানসিক কোন তত্ত্বই যেন জোড়ালো হয়ে উঠতে পারে না। 'হলদেগোলাপ ' সেই উপন্যাস যেখানে সমাজের সেই মানুষদের কথাকে আত্মকথায়, বর্ণনায়, নানা ব্যাখ্যায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র অনিকেত।তাকে কেন্দ্র করেই রূপান্তর কামী মানুষ জনের অবস্থাকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। অনিকেত আকাশবাণীর স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানের প্রযোজক। সেই সূত্রে শহরের বহু প্রান্ত বা গ্রাম গঞ্জ থেকে বহু সমস্যাকেন্দ্রিক চিঠিপত্র আসে। এই চিঠিপত্রগুলিকে কেন্দ্রকরেই অনিকেতের মাথায় যৌন শিক্ষার অনুষ্ঠান করার কথা আসে। অনুষ্ঠানের সূত্রেই তাঁকে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করতে হয় সমাজের তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে। উঠে আসে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, কস্তুর্ণ ঘোষদের জীবন কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে আপাত নিম্নস্তরের পরিচয় সন্ধানী মানুষের কথা। পরি, দুলালী, মন্টু, আইভি, তৃষি সামন্ত, সমাজের যারা 'বোকা', 'ভিক্ষেত' হিসেবে পরিচিত তাদের সমস্যার কথা, তাদের উপলব্ধির কথাই 'হলদেগোলাপ' উপন্যাসের দেহ।

উপন্যাস কাহিনির গতি শুরু হয়েছে অনিকেতের কাছে জমা হওয়া এবং উত্তর দিতে না পারা কিছু চিঠির প্রতিঘাত নিয়ে। চিঠিগুলির কোনটিতে বয়ঃসন্ধির নানা সমস্যা, কোনটিতে কিশোরীদের যৌবনাগমের দুশ্চিন্তা, কখনো বাইভার্জিনিটির শিকার হওয়া কোন মেয়ের কথা,আবার কখনো বাড়িতেই কোন মেয়েকে শ্লীলতা হানির মতো দুষ্কর্মের প্রসঙ্গ। একসঙ্গে 'প্রেমার্থকবি'র পুরুষ শরীরের ভিতর নারীর মন ও শরীরের বাসনা নিয়ে নানা প্রশ্ন সংবেদিত কবিতা এসে অনিকেতকে ধাক্কা দিয়েছিল। স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে অনিকেত 'সন্ধিক্ষণ' নামক একটি অনুষ্ঠান শুরু করে। অনুষ্ঠানের অ্যাডভাইসরিবোর্ড হিসেবে সাইকোলজিস্ট, গাইনোকলজিস্ট, শিক্ষাবিদ, সোসিওলজিস্টদের রাখা হয়। সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের পাঠক্রমে এডোলেশনস এডুকেশন চালু হয়নি, সে সময় প্রেক্ষাপটকে কাজে লাগিয়ে আকাশবাণীতে 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানের এপিসোড শুরু হয়। শরীরবিবর্তন, কোষ, ক্রোমোজম,প্রজননতন্ত্র, শুক্রানু,ডিম্বানু,যৌনতা,বিকৃতযৌনতা,ইত্যাদি বহু বিষয় কে কেন্দ্র করে এপিসোডের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। রূপান্তরিত মানুষদের পরিচয়, তাদের জীবন চর্যা জানতে যেতে হয় হিজড়েদের খোল,আর সেখান থেকেই অনিকেত উদ্ধার করে বহু রহস্য মণ্ডিত মানব রূপের চিত্র।

রূপান্তর কামী মানুষদের সম্পর্কে গবেষণা শুরু করে অনিকেত। সেই সূত্রে সোমনাথ বন্দোপাধ্যায় থেকে মানবী বন্দোপাধ্যায় হয়ে ওঠার কাহিনি জানতে পারা যায়। মানবী বন্দোপাধ্যায়ের রূপান্তরের ইতিহাস ও ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে অনিকেতের জানার পরিধি বৃদ্ধি পায়। সেই সূত্রে পরি ও দুলালী আখ্যানের পরিব্যাপ্তি। অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তর সজ্জিত। মানবী বন্দোপাধ্যায় বা কস্তুর্ণ ঘোষের মতো রূপান্তর কামী মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ অতটা বুঝতে হয়নি। কিন্তু যেসব রূপান্তর কামী মানুষেরা যারা দারিদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ তাদের জীবন ইতিহাস আলাদা। এই শ্রেণির মানুষ গুলির হয়েই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কলমধারণ।

৩

অনিকেতকে কেন্দ্র করেই বেরিয়ে আসে বহু চরিত্রের আত্মকথা। প্রথমেই উঠে আসে পরির কথা। অনিকেতের বাল্য বন্ধু মঞ্জুর ছেলে পরিমল। কিন্তু পরিমল নয় 'পরি' নামের মধ্যেই নিজেকে বেশি খুঁজে পায়। পরির মধ্যে 'মেয়েলী' ভাবের পরিচয় পেয়ে মঞ্জু চিন্তিত। আকাশবাণীতে 'সন্ধিক্ষণ' অনুষ্ঠানে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক পদক্ষেপের কথা আলোচনা হয়। এই সূত্রে মঞ্জু অনিকেতের কাছে আসে যদি তার ছেলের মেয়েলী ভাবের যে 'অসুখ' তার কিছু সমাধান করা যায়। লক্ষনীয় মঞ্জু তার ছেলের স্বাভাবিক আচরণকে 'অসুখ' বলে মনে করছে। তাই সে অনিকেতের স্বারস্থ। বহুদিন পরে মঞ্জুর সঙ্গে অনিকেতের দেখা। মঞ্জুর জীবনে ঘটে যাওয়া বহু শারীরিক অত্যাচার, স্বামীর ঘর করতে গিয়ে গঞ্জনার শিকার, পরির বাবার দ্বিতীয় বিয়ে ইত্যাদি বিষয়গুলি অনিকেত জানতে পারে। পরি কখনো বাবার মতো হতে চায়নি। কারণ যে ব্যক্তি পুরুষত্ব দেখাতে গিয়ে বউকে পেটায়,'মরাকাঠ' বলে অভক্তি দেখায়, অন্য নারী সুখী হয়, সেরকম পুরুষত্বের অধিকার সে চায়নি। বরং পরির মধ্যে একটা আক্ষেপের বোধ জন্মায় – সে নারীর শরীর নিয়ে কেনো জন্মায়নি? বাবা নয় মায়ের আচার, আচরণ ,সাজ পোষাক সবই পরির ভালো লাগে। মা বাড়িতে না থাকলে মায়ের শাড়ি,শাড়ি,ব্লাউজ সবই পড়তে ভালো লাগে পরির। কিন্তু মা যখন বলেছে – 'পুরুষ হয়ে ওঠ',পারেনি পরি

[illegible] রাখবে ।মামাতো দাদারা কাজে বই পড়তে দিয়েছে,জিমে নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। কারণ মনে প্রাণে নারী হতে চেয়েছে [illegible] নারীর কামনা করে সে কবিতা লেখে। কবিতা পত্রিকা 'প্রবর্তক'-এ তার কবিতা ছাপা হয়। মনে মনে নিজের সত্তাকে নিয়ে একটা দ্বিধা শুরু [illegible] –

[illegible] এটাই' এ হিন্দি ছিল স্কুলে। হিন্দির লিঙ্গ-টিঙ্গগুলো ভারি ইয়ে...। দোয়াতপুংলিঙ্গ, কলমস্ত্রীলিঙ্গ।তালা স্ত্রীলিঙ্গ, চাবিপুংলিঙ্গ।যা কিছু গ্রহণ করে, [illegible] স্ত্রী লিঙ্গ।বোতাম যদি পুংলিঙ্গ হয় তবে বোতামের ঘর স্ত্রীলিঙ্গ।পরিমল তো পুংলিঙ্গ। পরি কি লিঙ্গ তবে?পরি আর পরিমল নিয়েই তো আমি।আমি [illegible] তো পাড়ার অনেকে কী সব বলে। হিজড়েও বলে।হিজড়েদের ভালোকথায় 'ক্লীব' বলে।আমি কি ক্লীব লিঙ্গ?"২

[illegible] পরি নিজেকে পরিমণ্ডল কে পরিত্যাগ করতে থাকে।'প্রবর্তক'পত্রিকাসূত্রে আরো অনেক রূপান্তরকামী, সমকামী মানুষদের সঙ্গে [illegible] হয়।জনাদের মত তার মনেও তৈরি হয় সমাজে নিজের সত্তাকে আলাদা রূপে পরিচয় দানের ইচ্ছা।কিন্তু প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় [illegible] পরিস্থিতি।কারণ মায়ের রোজগারের উপরই তাকে নির্ভর করতে হয়।অন্যদিকে পরি জানে মায়ের আর অরূপদার সম্পর্ক কোন দিন [illegible] না।অরূপ উভকামী জেনেও অরূপদার জন্যই নিজেকে বদলাতে চায় পরি।পুরুষের রূপ বদলে হতে চায় পূর্ণাঙ্গ নারী।কারণ পরির নারী [illegible] কে ভালোবাসে।

[illegible] তার দ্বৈত সত্তার জন্য পরিজন,বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কুমন্তব্য শুনতে হয়।এই অছিলায় ছেলেরা তার সঙ্গে মিশতে চাইত [illegible] পরি এসবের মধ্যে নিজের অস্তিত্বের সম্পর্কে সচেতন।সে জানে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, 'প্রবর্তক' গোষ্ঠীর রূপান্তর কামী মানুষ গুলোর [illegible] রূপান্তরিত হয়ে সে চায় সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে।

[illegible] ভিন্ন পথে অর্থ উপার্জন করে পরি,কারণ তাকে নিজের সার্জারি করাতে হবে। পরি বাংলা অনার্স শেষ করে ফ্যাশন ডিজাইনিং এর কোর্স [illegible] কিন্তু মায়ের ছিল চূড়ান্ত আপত্তি তাই মায়ের মৃত্যুর পর শুরু হয় তার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।মায়ের LIC তে জমানো টাকা দিয়ে [illegible] ডিজাইনিং- এর কোর্স করেএক কোম্পানীতে চাকরি নেয় সে।বাবার অসুখ হলে নিজের ফ্ল্যাটে এনে মেয়ের মতো সেবা করে ।পরির [illegible] পরিবর্তন হতে থাকে ধীরে ধীরে।অরূপদার স্ত্রী চারিত্রার জন্য পরির জীবনে চয়নের প্রবেশ।আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা স্বচ্ছল হলে পরি [illegible] দিকে পা বাড়ায়।পরির জীবন বৃত্তান্তের লড়াই সেই সব রূপান্তরকামীদের লড়াই যারা অর্থনৈতিক কারণে পরিবারের সহযোগিতা পায়না [illegible] কে দমন করে রাখে।তাদের আশার আলো হিসেবে এক যুগান্ত কারী পরিণতির মধ্যে দিয়ে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত পরি।কিন্তু পরির [illegible] পরিণতি আমাদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য প্রশ্ন রেখে যায়।

[illegible] দিনের পলকেতে এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাকে।অফিসের বস চয়নকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে পরির [illegible] যৌবন দাবি করে।পুরুষ শরীর ত্যাগ করে নারীতে রূপান্তরের পথে প্রথম যাত্রা শুরুর দিনেই আসে বাধা।কিন্তু পরি থেমে [illegible] দিয়ে নতুন জীবনের দিকে পা বাড়াতে চায় সে।কিন্তু নিজের অপবিত্র নারীত্ব কে বিসর্জন দিতে হয় বস শর্মা-এর [illegible] তাকে পরির সিলিকোন ভরা ব্রেস্ট সার্জারি।পরির জীবন কুসুমাস্তীর্ণ হতে পারত,কিন্তু পরির হলুদ শাপড়ি খড়ে পরার দিকে [illegible] প্রতিনিধি রূপে দাঁড় করানোর পরেও রূপকথার গল্পটির মতো ঔপন্যাসিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পরির জীবনের ইতি [illegible] দিয়ে আমরা যে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের যূপকাষ্ঠ থেকে বেরোতে পারি না।সেই ইঙ্গিতই এখানে পরিস্ফুট হয়েছে।

[illegible]

[illegible] আর একটি রূপান্তরকামী চরিত্র দুলাল।অনিকেতের বাড়ির কাজের মাসি দুলালের মা।সেই সূত্রেই দুলালের রূপান্তরকামী মানসিকতা [illegible] পড়ে।দুলাল এক সময় তার বউ বাচ্চাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যখন ফিরে আসে তখন সে হিজড়ে দলের বহিষ্কৃত।দুলাল [illegible] তার 'দশভাঙা' হয়েছে,সে এখন 'মা বহু চেরা'র(হিজড়ে দের দেবতা) উপাসক।কিন্তু দুলালের এইড সহায়তাকে দল [illegible] করা হয়েছে। বাড়িতে ফিরে এসে দুলাল মা ও ছেলের কাছে নারী রূপেই পরিচিতি চায়।ছেলে কে বলে মা বলে ডাকতে।কিন্তু তার [illegible] প্রাণ হারাতে হয় তাকে।দুলালের জীবনের পরিণতি অনিকেতকে ভাবিয়ে তোলে।অনিকেত শুরু করে দুলালী আখ্যানের [illegible] ।

[illegible] দুলাল।হিজড়েদের জীবনই তার কাছে কাম্য,তার ভালো লাগা।তাই স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে না [illegible] হিজড়েদের দলে।সেই দলের বৃত্তান্ত ,হিজড়ে সমাজের কথা সবই অনিকেত তার গবেষণার দ্বারা তুলে এনে লিপিবদ্ধ করে।উঠে [illegible] কী ধরণের গঠনের ফলে মানুষের যৌন জীবনের পরিবর্তন হয়।এসেছে হিজড়েদের গুরুমা-নাগেশ্বরীর কথা,হিজড়ে খোলের [illegible] ঝুমকো,বাসি,ফুলি,ফুলিয়াদের কথাও।বাদ যায়নি তাদের শয্যা সঙ্গিনিদের কথাও।উঠে এসেছে তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও [illegible] সুখ, দুঃখের কথাও।দুলালের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি অনিকেত তার অভিনব দৃষ্টিতে তুলে ধরেছে।

উপন্যাসে পরি পথে দুলালের ছেলে মন্টুর মধ্যে দুলালের জেনেটিক প্রভাব কীভাবে পড়েছে সে বিষয়টি অনিকেতকে ভাবিয়ে তুলে ছিল। জিন বা পরিবেশ কোন বিষয় কি মানুষ কে সম কামী বা রূপান্তর কামী করে তোলে?যদি এমন হয় তবে কি মন্টু দুলালের ঔরস জাত?এই সব প্রশ্ন অনিকেতকে প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যায়।দুলালের মেয়েলী স্বভাব তাকে সন্তান উৎপাদনে বাধা দেয়,ফল স্বরূপ দুলালের স্ত্রী বিপথ গামী হয়।দুলালের ধারণা ছিল মন্টু তার নিজের সন্তান নয়।কিন্তু তা বলে মন্টুর প্রতি তার কোনো অবহেলা ছিল না।অনিকেতের সব হিসেব এলোমেলো হয়ে যায় যখন মন্টুর মধ্যেও দুলালের আচার-আচরণের বহিঃপ্রকাশ হয়।দুলাল মারা যাওয়ার পর অনিকেতের স্ত্রী শুক্লা মন্টুকে নিজের কাছে রেখে পড়াশুনা করানোর ব্যবস্থা করে।অনিকেতের বাড়িতেই প্রথম মন্টুর কুকীর্তি অর্থাৎ সমকামী ভাব ধরা পড়ে।শুক্লা মন্টুকে আর নিজের কাছে রাখতে চায় না।ফলে অন্য পথ ভাবতে হয় অনিকেতকে।বন্ধু বিকাশের ছেলে মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রীও তাকে ছেড়ে চলে যায়।মন্টুকে বিকাশের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় অনিকেত আর শুক্লা।সেখানে বিকাশের ব্যবসায়ীয় কাজের সঙ্গে পড়াশুনাও চালিয়ে যায় মন্টু। কিন্তু বিকাশের কুরুচি পূর্ণ যৌন আকাঙ্ক্ষা মন্টুর মেয়েলী সত্তাকে আঘাত দেয়।মন্টুর মনোবিকার হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে অনিকেত জানতে পারে বিকাশ আর মন্টু যৌন সম্পর্ক কথা।মন্টু চেয়ে ছিল বিকাশ তাকে বউ হিসেবে নিজেকে দেখাতে।কিন্তু বিকাশের একাধিক নারী সঙ্গ মন্টুর স্বপ্ন ভেঙে চুর মার করে দেয়। ঘটনা চক্রে মৃত্যু মুখে পতিত হয় মন্টু আর বিকাশ।এই আখ্যান শুধুমাত্র অনিকেতের জানা।এক বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ বিকাশ ,মন্টুর মানসিকতাকে বুঝতে না পেরে মন্টুর সত্তাকে ,মন্টুর স্বপ্নকে অচিরেই বিনিষ্ট করে দেয়। দুলাল আর মন্টু অধ্যায়কে নিয়ে অনিকেত গবেষণা করে, বেরিয়ে আসে মানব অস্তিত্বের বহুবিচিত্র কাহিনি।পরিচয় হয় রূপান্তর কামী মানুষ গুলির দ্বিতীয় অধ্যায়ের সঙ্গে।

২

অনিকেত রূপান্তর কামী বা ট্রান্স জেন্ডারদের নিয়ে কাজ করেছে, তাই তার মধ্যে সেই সমস্ত মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা,ভাব,অনুভূতি এসব বিষয়ে কোন রকম ছুৎমার্গে সে বিশ্বাসী নয়। অন্য দিকে স্ত্রী শুক্লা সংস্কার পন্থী এবং সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।তাই দুলালের মৃত্যুর পর সে মন্টুকে নিজের কাছে রাখে।কিন্তু ধীরে ধীরে মন্টুর আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয় তার।কারণ সমকামী মানুষগুলিকে তাদের মত করে দেখার দৃষ্টি শুক্লার সৃষ্টি হয়নি।ফলে মন্টুর ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব সে নিতে চায়নি।কিন্তু মন্টুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর সে নিজেকে অপরাধী মনে করে।অন্যদিকে অনিকেত কিছুদিনের জন্য মঞ্জুর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে সে কথা শুক্লা জানতে পারে এবং হাতে নাতে ধরে ফেলার পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।মঞ্জুর অনুশোচনা হয় এবং মৃত্যুর পথ বেছে নেয়।পরির মাতৃহীন জীবনকে শুক্লা অনুভব করে।তাই সে পরিকে নিজের কাছে টেনে নেয় মাতৃ স্নেহে,যাতে মৃত মঞ্জুর আত্মা শান্তি পায়।পরির নারী সত্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে শুক্লার মানসিকতার পরিবর্তন হয়।এমন কি পরি ও চয়নের বিয়ের বন্দোবস্তোও সেনিজের হাতে করে।সেইসঙ্গে পরির প্রতিটি সার্জারির সময় অনিকেতকে খোঁজ নিয়ে, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে পাঠিয়েছে শুক্লাই।শুক্লার মানসিক পরিবর্তন সমাজে একশ্রেণির মানুষের পরিবর্তন কে চিহ্নিত করে।আসলে ট্রান্সজেন্ডাররা নিজের ও সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে এক ধরনের অস্তিত্বের সংকটে ভোগে।সমাজের সমান ধারার মানুষগুলির তাদের মানসিকতা কে বোঝার ক্ষমতা থাকেনা।কিন্তু অনিকেত বোঝে পরিদের মত মানুষ গুলির মানসিকতা কে।তাই পরির অপারেশনের পূর্বে তাকে যে চিঠি অনিকেত পাঠিয়েছে তা থেকে এক মনস্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে -

"শরীর তোমার।তোমার শরীরে তোমারই অধিকার।কিন্তু ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু কোরোনা - যা তোমাকে নানা সমস্যায় বিড়ম্বিত করবে।মনটাইই আসল।মন-ই হরমোনের নিয়ন্ত্রক।বাইরের মনকে নিয়ন্ত্রন করে ভিতরের মন।বাইরের শরীরটাই পণ্যের করতে পারলে,সমস্যা নেই।"৩

উপন্যাসে মধ্যে নারীর শরীর নিয়ে জন্মানো রূপান্তর কামী মনোভাবকে তুলে ধরতে ঔপন্যাসিক আইভি ও তুহি সামন্ত চরিত্রকে তুলে ধরেছেন।আইভি অনিকাকেতের কলিগ।বহিরঙ্গে সে নারী কিন্তু মনে প্রাণে সে পুরুষ হতে চায়।আর পরির পরিচিত বান্ধবী তুহি সামন্ত,সে ন্যাশনাল লেভেলের এথলেটিক্স।চাকরিও করে স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে।কিন্তু বাড়ির পরিচারিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে তাকে জেলে যেতে হয়।তার আইডেন্টিক্যাল সংশয় শুরু হয়।এত দিনের বাহ্যিক পরিচয়ে বাধা আসে।তবে বহিরঙ্গে তার পরিচয় নারী হলেও মনে প্রাণে সে পুরুষ।কিন্তু সর্ব সমক্ষে তার ব্যক্তিত্ব, তার আচরণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।প্রশ্ন তোলে সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোক জনেরা।তুহি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল সার্জারি করে পুরুষ হয়ে নিজের আইডেন্টিক্যাল সমস্যার জন্য।কিন্তু তুহির লিঙ্গগত জটিলতা তার এই স্বপ্ন পূরণের পথে বাধা দেয়।তুহি সামন্ত তাই 'আইডেন্টিক্যালসাসপেন্স'এ পরিণত হয়।সে নিজের কাছেই এক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়,তার চাকরিটি থাকবে না যাবে।কারণ চাকরি জয়েনিং-এ সে একজন মহিলা।কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় সে পুরুষ তাহলে চাকরিটি আর চলে যাবে।এরকম সংশয়াপন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই রূপান্তরকামী মানুষদের

জাতীয় কাজিম সম্পর্কে তারা নিজের সমাজ এবং পরিবার সকলকেই একটি প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে।হয়ত একারণেই সমাজ শরীর মাধ্যম শরীরের মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দিতে চায়না।তাই মানসিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হতে হয় আইভি,তৃপ্তি,মণ্টু,পরি,দুলালীদের মতো রূপান্তরকামী প্রতিনিধিদের।

৬

উপন্যাসটির মূল কেন্দ্র বিন্দু রূপান্তরকামী মানুষগুলির সামাজিক ও মানসিক টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব।ঔপন্যাসিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী এই উপন্যাসের লেখনীর মূল মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়।তার কথার পাশাপাশি প্রধান কাহিনি গুলি পরি,দুলালী আখ্যানের মধ্যে পরিবৃত হয়।মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইটা অন্য জায়গায়। তাঁর পরিবার বা প্রতিবেশ তাঁর উপর তেমন কথা নিষেধ আরোপ করেনি। কিন্তু পরি বা দুলালীর মত মানুষদের একটু একটু করে মানিয়ে নিতে হয় পরিবেশের সঙ্গে।এই মানুষ গুলির কাহিনিই হয়ে উঠেছে 'হলদেগোলাপ' উপন্যাসের কথার বস্তু।মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কর্মজগতে পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি নারী সত্তার রূপান্তরকামী।তাঁকে আইন-আদালত,কর্মজগতের সঙ্গে লড়াই করতে হয়।নারী সত্তায় রূপান্তরের পর তিনি বিয়ে করেন কিন্তু স্বামীর দ্বারা প্রতারিত হন। ১৬ জুলাই ২০০৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় তার একটি ইন্টারভিউ বের হয়, প্রবন্ধের নাম 'স্বামী আমার প্রতারক'।এই কথাটি ঔপন্যাসিক উপন্যাস মধ্যে তুলে ধরেছেন।মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ চেনা জেন্ডার,লিঙ্গ পরিচয়ের জটিলতা ধীরে ধীরে চলে যাবে। কলকাতার বুকে তার দেখানো পথ বা তার লড়াই অন্য রূপান্তরকামী মানুষগুলির প্রেরণা।পরি ও মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে।প্রথম পর্যায়ে ফ্রন্ট জোয়ানি কাটিয়ে সে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে এগিয়ে যায়।কিন্তু তার জীবনও প্রভাবিত হয় অভিশপ্ত হয় গুণী পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজের [illegible] দিকে দুলালী বা মণ্টুকেও প্রাণ হারাতে হয় ভুল পথে পা বাড়িয়ে।জীবন তাদের মনের ইচ্ছের দাম দেয়নি।আসলে এই সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তার চিত্রটিই ঔপন্যাসিক গভীর মমত্ব বোধের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

নামকরণের দিক দিয়ে উপন্যাসটি আদর্শ পূর্ণ।গোলাপের রঙ শুধু গোলাপি রঙের হয় না। হলদে গোলাপ ও দেখা যায়। সে পাঁপড়ি মেলে,বিকশিত হয়,সবাইকে মুগ্ধ করে। কিন্তু মানব সমাজে সাধারণ নারী পুরুষের আবরণের বাইরে মানুষদেরকে আমরা মানুষের মতো দেখি না, তাদের হলুদ পাপড়ির জন্য মেলাক কটূক্তি করি,তাদের পাপড়িকে যতটা পারি ছেঁটে দেওয়ার চেষ্টা করি।কিন্তু কেন? যদি হলুদ গোলাপকে বাগানে স্থান দিতে পারি তবে সমকামী, উভকামী, রূপান্তর কামী,ট্রান্সজেন্ডারদের অন্যচোখে দেখি কেনো? কেনোই বা সমাজ থেকে বহিষ্কার করার কথা ভাবি? কেনোই বা আঙুল তুলি? ক্রোমোজোমসজ্জার বিন্যাস জন্য যে মানুষগুলি একটু অন্যরকমের, তাদেরকেই হলদেই গোলাপ নামে অভিহিত করা হয়েছে আখ্যানটিতে। তথাকথিত 'wrong body' নিয়ে যারা জন্মেছে তাদের কথাই 'হলদেগোলাপ' উপন্যাস।

ভারতীয় সাহিত্যে এধরনের বিষয় নিয়ে লেখার সাহসিকতা খুব কম সাহিত্যিকদের মধ্যেই দেখা যায়।'হলদেগোলাপ' উপন্যাসেরভাষা ও শব্দ ব্যবহারের মধ্যদিয়ে উপন্যাস সাহিত্যে এক মাইলস্টোন স্থাপন।ঔপন্যাসিক স্বপ্নময়চক্রবর্তী রূপান্তরকামী মানুষদের জীবন-ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। যা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একবিংশশতাব্দীর মাইলস্টোন হিসেবে পরিগণিত হওয়ার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্রঃ

১ হলদেগোলাপ – স্বপ্নময়চক্রবর্তী,দে'জপাবলিশিংহাউস,কলকাতা ৭৩,প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৫,উক্তি- 'প্রাসঙ্গিককথা'

২ ঐ – পৃষ্ঠা ৯৯ -১০০

৩ ঐ -পৃষ্ঠা ৫৭৭

গবেষক , বাংলা বিভাগ
[illegible]বিশ্ববিদ্যালয়